প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৪ ❖ ৪ - ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সংখ্যা

বাইবেল দিবস ২০২২

"মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন যাপন"

'যিশুতে ছিল জীবন; আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো'

খ্রিস্টের অদম্য বাণীদূত সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার

রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব

শ্রদ্ধেয় ফাদার/সিস্টার/খ্রিস্টভক্তগণ,
অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার নবাই বটতলা ধর্মপল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহীতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব মহা সমারহে পালন করা হবে। উক্ত ধর্মপ্রদেশীয় তীর্থে আপনাকে/আপনাদের সাদরে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। এই ধর্মপ্রদেশীয় মহা তীর্থে আপনাদের সবাইকে অংশগ্রহণ করে মা মারীয়ার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবেন ব'লে আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা ও প্রার্থনা পূর্ণ আশীর্বাদ রইল।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করবেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি।

শুভেচ্ছান্তে
ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া
পালক-পুরোহিত নবাই বটতলা ধর্মপল্লী

-: অনুষ্ঠানসূচী :-

নভেনা ও খ্রিস্টযাগ: ৭ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
খ্রিস্টযাগের সময়সূচী: প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা
বিকাল ৪:৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৫:৩০ মিনিট।

পর্বকর্তা: ৫০০ টাকা
এবং খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য: ২০০ টাকা।

১৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার সকাল ৮টায় ক্রুশের পথ এবং এরপর পর্বীয় খ্রিস্টযাগ সকাল ৯:৩০ মিনিট।

যোগাযোগ:-
ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া - ০১৭১১৪১৯১৫৬
ফাদার আরতুরে স্পেজিয়ালে, পিমে: ০১৮৫৯৫৩৭৫৯০
ব্রাদার শিমন মারান্ডী - ০১৭৯৬৫৮৩২১৪

খ্রিস্টেতে পালক-পুরোহিতদ্বয় ও রক্ষাকারিণী মা মারীয়া তীর্থ উদ্‌যাপন কমিটি, নবাই বটতলা ধর্মপল্লী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

বিজ্ঞ/৩৫৫/২২

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্‌ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্‌ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৪৪
৪ - ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৯ - ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বাইবেল পড়ি নিয়মিত, বাইবেলের আলোতে চলি অবিরত

পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রতি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষেরই বিশেষ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা রয়েছে। পবিত্র বাইবেল পবিত্র শাস্ত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে বাইবেলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা তারা বিশ্বাস করেন, বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। কেননা তা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষের ভাষায় লেখা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ঈশ্বরের পরিকল্পনা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারে। পবিত্র বাইবেলে প্রাক্তন ও নতুন সন্ধি নামে দু'টি অংশ থাকলেও সম্পূর্ণ বাইবেলেই ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেছেন। নতুন সন্ধিতে ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলেছেন। ঈশ্বরের বাণী যিশু মানুষের সাথে মিশে গেলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্টের সাথে একাত্ম হলেন এবং জীবন দিলেন। তাই ঈশ্বরের বাণী হলো জীবনদায়ী। জীবনদায়ী ঈশ্বরের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা দেখাতে এবং মানব জীবনকে ঐশবাণীর আলোতে পরিচালিত করার প্রত্যয় নবায়ন করে প্রতিবছর আগমনকালের ২য় রবিবার 'জাতীয় বাইবেল দিবস' পালনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী। এ বছর তা পালিত হবে ৪ ডিসেম্বর 'মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন-যাপন করা' বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে। জীবনকে নতুন ও নবায়িত করার শক্তি নিহিত রয়েছে মঙ্গলসমাচারে। মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন হলো রুপান্তরিত জীবন। যে রুপান্তর ঘটে মন্দ থেকে ভালোতে আর অন্ধকার থেকে আলোতে। মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন হলো প্রকৃত একতা, একাত্মতা ও মিলনের জীবন। কেননা মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা সবাইকেই একমন, একপ্রাণ হতে এবং পরস্পরের সাথে মিলন স্থাপন করতে প্রেরণা যোগায়।

বাইবেল দিবস আমাদেরকে আহ্বান করছে যাতে করে আমরা পবিত্র বাইবেল সম্বন্ধে জানতে আরো বেশি চেষ্টা করি। খ্রিস্টীয় জীবনে বাইবেলের গুরুত্ব তুলে ধরতে প্রাচীন কাল থেকেই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাইবেল পাঠে উৎসাহিত করতে পঞ্চম শতাব্দীর সাধু জেরোম বলেন, বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে, খ্রিস্ট সম্পর্কে মূর্খতা। খ্রিস্টকে বা ঈশ্বরকে জানতে হলে আমাদেরকে বাইবেল জানতে হবে। তাই প্রত্যেকজন খ্রিস্টানকে বাইবেল পাঠ করতে হবে, তা ধ্যান করতে হবে এবং ধ্যানের ফসল বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। বাইবেল পাঠে কাথলিকদের প্রচেষ্টা এখনো বেশ ক্ষীণ। কাথলিকেরা বাইবেল জানে না একথা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্য যে, বেশীর ভাগ কাথলিকদের মধ্যে পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে ধারণা কম। অনেকের বাড়িতে বাইবেল থাকলেও তা কদাচিৎ পড়া হয়। ঈশ্বরের কথা শুনতে ও বুঝতে চাইলে বাইবেলের বিকল্প নেই। তাই পাঠাভ্যাস ফেরাতে হবে এবং বিশেষভাবে বাইবেল পাঠে যত্নশীল হতে হবে।

এই আগমনকালের প্রতিদিন ব্যক্তিগতভাবে বাইবেলের ছোট একটি অংশ পাঠ করি। যিশুর জন্মদিন পালনের বড় একটি প্রস্তুতি হোক বাইবেল পাঠ ও ধ্যান। প্রতিদিন খাবার গ্রহণের মত বাইবেল পাঠ করার অভ্যাসও গড়ে তুলি। আর তা করতে হবে ছোট বেলা থেকেই পরিবারে ও ধর্মশিক্ষা ক্লাসে। কিশোর-কিশোরী, যুবাদের কাছে বাইবেল জ্ঞান দান করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে বাইবেল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। নিয়মিত বাইবেল শিক্ষার সাথে সাথে ভালভাবে বাইবেল পাঠ, অভিনয়, গান ও নাটকের মধ্য দিয়ে বাইবেলের বিভিন্ন অংশ তুলে ধরার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রতিটি পরিবার ও ধর্মপল্লী প্রতিদিন ও সপ্তাহে ঐশবাণীর একটি নির্দিষ্ট অংশ বাড়ির ও ধর্মপল্লীর দৃশ্যমান স্থানে বড় করে লিখে রাখতে পারে। যা দেখে অনেকে ধীরে ধীরে বাইবেল বিষয়ে কিছুটা হলেও জ্ঞান পেতে পারে। বাইবেলের জ্ঞান লাভ করে তা চর্চা করার মধ্যেই খ্রিস্টীয় জীবনের স্বার্থকতা।

পরিরারের সদস্যরা মিলিতভাবে প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠে পেতে পারে প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য, ধৈর্য-শৌর্য ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যে পরিবারে ঐশবাণীর যথাযথ স্থান রয়েছে সেখানে অবিশ্বস্থতা, সন্দেহ, বিচ্ছিন্নতা ও মলিনতা স্থান পেতে পারে না কেননা ঐশবাণীর যেখানে যিশু সেখানে। তাই প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবার নিয়মিত ঐশবাণী পাঠ ও চর্চা করে যিশুর আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠুক। প্রতিদিন বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ হয়ে ওঠুক বড়দিনের একটি আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি॥ †

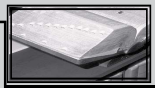

গাভী ও ভালুকী একসঙ্গে চরে বেড়াবে, তাদের বাচ্চা একসঙ্গে শুয়ে থাকবে। বলদের মত সিংহও বিচালি খাবে। ***(ইসা:১১:৭)***

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

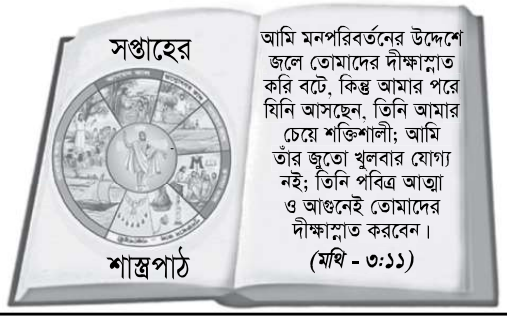

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৪ - ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৪ ডিসেম্বর, রবিবার
ইসাইয়া ১১: ১-১০, সাম ৭১: ১-২, ৭-৮, ১২-১৩, ১৭, রোমীয় ১৫: ৪-৯, মথি ৩: ১-১২
বাইবেল দিবস

৫ ডিসেম্বর, সোমবার
ইসা ৩৫: ১-১০, সাম ৮৫: ৯কখ-১০, ১১-১২, ১৩-১৪, লুক ৫: ১৭-২৬

৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু নিকোলাস, বিশপ
ইসা ৪০: ১-১১, সাম ৯৫: ১-৩, ১০-১৩, ১১-১২ক, ১২খ-১৩, মথি ১৮: ১২-১৪

৭ ডিসেম্বর, বুধবার
সাধু আমব্রোজ, বিশপ, আচার্য,
ইসা ৪০: ২৫-৩১, সাম ১০২: ১-২, ৩-৪, ৮, ১০, মথি ১১: ২৮-৩০

৮ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব, *মহাপর্ব*
আদি ৩: ৯-১৫, ২০, সাম ৯৮: ১-৪, এফে ১: ৩-৬, ১১-১২, লুক ১: ২৬-৩৮
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালিকার পর্বদিবস

৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার
ইসা ৪৮: ১৭-১৯, সাম ১: ১-২, ৩, ৪+৬, মথি ১১: ১৬-১৯

১০ ডিসেম্বর, শনিবার
লরেটোর রাণী মারীয়া
সিরাক ৪৮: ১-৪, ৯-১১, সাম ৮০: ২কগ, ৩খগ, ১৫-১৬, ১৮-১৯, মথি ১৭: ১০-১৩
বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৪ ডিসেম্বর, রবিবার
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী তারা এসএমআরএ (ঢাকা)

৫ ডিসেম্বর, সোমবার
+ ১৯৮৩ ফাদার স্ট্যাগমায়ার সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সিস্টার পিয়া ফার্ন্দাদেজ এসসি (দিনাজপুর)

৬ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৭ ফাদার আমাতোরে দান্নিনো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী মনিকা পিসিপিএ
+ ২০০৫ পৌল পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)

৭ ডিসেম্বর, বুধবার
+ ২০১০ ফাদার সুবাস কস্তা (রাজশাহী)

৮ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৮ সিস্টার মার্গারিতা বেল্লেসিনি এসসি
+ ১৯৯৪ সিস্টার পিয়েরিনা কলম্বি এসসি (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী জর্জ এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার শান্তি লালেনদি সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯২৯ ফাদার ফ্রান্সেসকো রক্কা পিমে (দিনাজপুর)

১০ ডিসেম্বর, শনিবার
+ ১৯৮৪ ব্রাদার জোসেপ্পে নারনী পিমে (দিনাজপুর)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

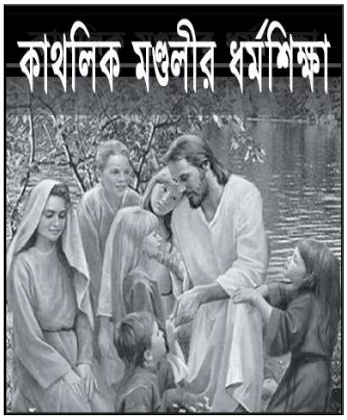

১৪৫৫: পাপের স্বীকার (বা প্রকাশ) এমনকি সাধারণ মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও, আমাদের বন্ধনমুক্ত করে এবং অপরের সঙ্গে পুনর্মিলন সহজতর করে। এই স্বীকারের মধ্যদিয়ে মানুষ তার অপরাধমূলক পাপের দিকে সরাসরি দৃষ্টি রেখে বিবেচনা করে, সেসবের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং এর মাধ্যমে নিজেকে পুনরায় ঈশ্বরের প্রতি ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর মিলনের জন্য উন্মুক্ত করে, যাতে নতুন জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

১৪৫৬: অনুতাপ সংস্কারের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হল যাজকের কাছে পাপস্বীকার করা। "সঠিক মন-পরীক্ষার পর, অনুতাপী পাপীর যেসকল মারাত্মক পাপ স্মরণ হয় তা পাপস্বীকারে তাকে প্রকাশ করতে হবে, এমনকি সে পাপ যদি অতি গোপনীয় এবং দশ-আজ্ঞার শেষ দুটো আজ্ঞার বিরুদ্ধেও হয়; কারণ এই পাপগুলো প্রকাশ্যে কৃত পাপের চেয়ে অনেক সময় আত্মাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে এবং তা অনেক বিপদজনকও বটে। খ্রীষ্টের ভক্তগণ, যখন তাদের স্মরণে থাকা সকল পাপ প্রকাশ করার জন্য প্রচেষ্টা নেয়, তখন তারা নিঃসন্দেহে সেগুলোকে ক্ষমালাভের জন্য ঈশ্বরের করুণার সমীপে উপস্থাপন করে। কিন্তু যারা তা করতে ব্যর্থ হয় এবং ইচ্ছা ক'রে গোপন রাখে, যাজকের মধ্যস্থতায় পাপমোচনের জন্য ঐশ্বরিক মঙ্গলময়তার সামনে তারা কিছুই তুলে ধরে না, "কারণ অসুস্থ ব্যক্তি যদি ডাক্তারের কাছে তার ক্ষত দেখাতে লজ্জাবোধ করে, তাহলে ওষুধ অজানা কোন রোগ আরোগ্য করতে পারে না"।

১৪৫৭: খ্রীষ্টমণ্ডলীর আজ্ঞা অনুসারে, "বিচার-বিবেচনা বয়ঃপ্রাপ্ত প্রত্যেক খ্রীষ্টবিশ্বাসী বছরে অন্ততঃ একবার গুরুতর পাপ বিশ্বস্তভাবে স্বীকার করতে বাধ্য"। যে ব্যক্তি জানে যে সে মারাত্মক পাপ করেছে, প্রথমে সংস্কারীয় ক্ষমা লাভ না করে পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা তার উচিত হবে না, যদিও হতে পারে যে, সে তার পাপের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত। তবে, এর ব্যতিক্রম হতে পারে, যদি খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের জন গুরুতর কারণ থাকে, এবং অনুতাপ সংস্কার গ্রহণ করার কোন সুযোগ তার না থাকে। প্রথম খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করার আগে ছেলেমেয়েদেরকে অবশ্যই অনুতাপ সংস্কার গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দেখতে দেখতে আমরা ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ শেষ করে নতুন বছর ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ শুরু করতে যাচ্ছি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, ইতোমধ্যেই বড়দিন সংখ্যার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েই সাজানো হচ্ছে বড়দিন সংখ্যা। আর প্রতিবেশীর বর্তমান চলতি ৪৪ সংখ্যাটিই হবে এ বছরের জন্য সাধারণ শেষ সংখ্যা। আপনার গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করে বড়দিন সংখ্যাটি বুঝে নিন।

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিশপ মহোদয়ের বাণী

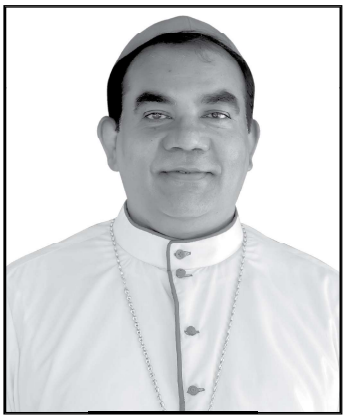

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আগমন কালের দ্বিতীয় রবিবারে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে জাতীয় বাইবেল দিবস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। বাইবেল দিবস উদ্‌যাপনের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টভক্তদের আহ্বান করা হয় পবিত্র বাইবেলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে এবং ভক্তিভরে নিয়মিত পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে। কারণ খ্রিস্টান হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্র বাইবেল হলো আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, স্বয়ং ঈশ্বরেরই জীবন্ত বাণী। এই পবিত্র গ্রন্থের "প্রতিটি উক্তিই ঐশ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত; মানুষকে ধর্মশিক্ষা দিতে, তার ভুল দেখিয়ে দিতে, ত্রুটি সংশোধন করতে আর সৎ জীবনের শিক্ষা দিতে শাস্ত্রের প্রতিটি উক্তিরই উপযোগিতা আছে। এতে পরমেশ্বরের সেবক উপযুক্ত কর্মক্ষমতা পায়, প্রতিটি সৎকর্ম করার জন্যে প্রয়োজনীয় সামর্থ্যই পায় *(২ তিমথি ৩:১৬-১৭)*।" পবিত্র বাইবেলে লিপিবদ্ধ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীতেই রয়েছে প্রকৃত খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের জন্য দর্শন, দিকনির্দেশনা এবং চালিকাশক্তি। তাই সেই ঐশবাণীর প্রেরণায় জীবন গড়তে, পথ চলতে এবং শুভকর্মে ব্রতী হতে নিয়মিত বাইবেল পাঠ করা, ঐশবাণী ধ্যান করা এবং সাক্ষ্যদান করা প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি আবশ্যকীয় কর্তব্যও বটে।

এই বছর জাতীয় বাইবেল দিবস উদ্‌যাপনের জন্য যে মূলসুর নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো "মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন যাপন"। মঙ্গলসমাচার কী? মঙ্গলসমাচার হলো মুক্তির শুভবার্তা বা সুখবর। আর তা হলো যিশুখ্রিস্ট, আমাদের মাঝে তাঁর আগমন ও আবাস স্থাপন। "বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে *(যোহন ১:১৪)*।" তাই তাঁর সমগ্র জীবন অর্থাৎ তাঁর জন্ম, প্রচার কাজ, শিক্ষা, যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানই হলো আমাদের মুক্তির সুসমাচার। সেজন্যেই যিশুকে জীবনের কেন্দ্রে রেখে তাঁরই শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে জীবন যাপনই হলো মঙ্গসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন। সাধু পলের শিক্ষানুসারে "মঙ্গলসমাচার হল স্বয়ং পরমেশ্বরের সেই শক্তি, যা খ্রিস্টবিশ্বাসী সকলেরই- প্রথমে ইহুদীদের এবং তারপরে অনিহুদীদের- সকলেরই পরিত্রাণ এনে দেয় *(রোমীয় ১:১৬)*।"

মঙ্গলসমাচার যদি হয় পরিত্রাণের শক্তি তাহলে যিশুই হলেন ঈশ্বরের সেই শক্তি, যার দ্বারা সমস্ত জগৎ ও মানুষ অর্থাৎ সকল মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে। যিশু কর্তৃক সাধিত পরিত্রাণ সর্বজনীন, কেননা যিশু হলেন সার্বজনীন পরিত্রাতা। তাঁর পরিত্রাণকর্ম থেকে কেউ বাদ পড়বে না। তাই পরিত্রাণ লাভের জন্য যিশুর কাছে আসা, তাঁকে জানা এবং বিশ্বাস রেখে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা একান্তই প্রয়োজন। এই জগতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সামনে রয়েছে পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ, অনেক সংকট, প্রতিবন্ধকতা, বাধা-বিপত্তি, পরীক্ষা-প্রলোভন। ঈশ্বরের সেই শক্তি স্বয়ং খ্রিস্টকে ছাড়া এইসব জয় করা মোটেই সম্ভব নয়। যিশু নিজেই বলেছেন, "আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না *(যোহন ১৫:৫)*।" তাই মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন যাপন করতে হলে যিশুকে নিয়েই এবং তাঁর সাথে একাত্ম হয়েই জীবন যাপন করতে হয়।

জীবনকে নতুন ও নবায়িত করার শক্তি নিহিত রয়েছে মঙ্গলসমাচারে। মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন হলো রূপান্তরিত জীবন। যিশুর সাথে সাক্ষাতেই আসে জীবনের সেই রূপান্তর যা ঘটেছিল দামাস্কাসের পথে সাধু পলের জীবনে। তাই মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন হলো সেই রূপান্তরিত জীবন। তা এমনই একটি জীবন যেখানে বিশ্বাসী ভক্তের জীবন খ্রিস্টের জীবনে স্থিত হয়ে দুইটি সত্তা এক হয়ে যায়। মঙ্গসমাচারের আলোকে যাপিত জীবনের এমনই একটি অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে সাধু পল বলেছেন, "এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবিত আছেন *(গালাতীয় ২:২০)*।" খ্রিস্টে গভীর বিশ্বাস নিয়ে যখন মঙ্গলসমাচার পাঠ ও ধ্যান করি তখন এই ধরণের অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনেও আসতে পারে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

মঙ্গলসমাচারে যিশুর সাথে সাক্ষাৎ হৃদয়ে একটি গভীর আনন্দ জাগ্রত করে। পোপ ফ্রান্সিস তাই লিখেছেন, "যারা যিশুর দর্শন পায় মঙ্গলবার্তার আনন্দ তাদের সকলের জীবন ও হৃদয়মনকে পরিপূর্ণ করে (মঙ্গলবার্তার আনন্দ, ১)।" খ্রিস্টীয় জীবন সে তো আনন্দেরই জীবন। আর সেই আনন্দের উৎস হলেন স্বয়ং যিশু ও তাঁর মঙ্গলসমাচার। যিশুর পথে চলা, তাঁর বাণী শোনা এবং তাঁর ভালবাসা, সেবা, ক্ষমা, দয়া ও করুণার শিক্ষা মেনে চলা তো প্রকৃত অর্থে মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন।

মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন হলো প্রকৃত একতা, একাত্মতা ও মিলনের জীবন। কেননা মঙ্গলসমাচারের শিক্ষা সবাইকেই একমন, একপ্রাণ হতে এবং পরস্পরের সাথে মিলন স্থাপন করতে প্রেরণা যোগায়। স্বয়ং খ্রিস্টই আমাদের মধ্যে সেই মিলন ও একাত্মতার চিহ্ন। মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবন একে অন্যের সাথে সহভাগিতা বৃদ্ধি ও মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণের প্রেরণা জাগ্রত করে। জীবন যতই মঙ্গলসমাচার কেন্দ্রীক হয় কর্মসাধনে একত্রে অংশগ্রহণের স্পৃহা ততই বৃদ্ধি লাভ করে। মঙ্গলসমাচারের আলোকে যাপিত জীবনেই খ্রিস্টীয় প্রেরণকর্মের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রেরণকার্যে দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। তাই নিয়মিত ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে পবিত্র বাইবেল পাঠ করে, মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন যাপন করে একটি সহযাত্রিক মণ্ডলী হয়ে উঠি সেখানে থাকবে সকলের মধ্যে অন্তরাত্মার মিলন, মানুষের মুক্তিকর্মে সকলের সক্রিয় ও ফলপ্রসু অংশগ্রহণ এবং ঐশরাজ্য বিস্তারে প্রেরণকর্মের গভীর চেতনা।।

+ ইম্মানুয়েল কে রোজারিও

সভাপতি, সিবিসিবি ধর্মশিক্ষাদান ও বাইবেলীয় সেবাকাজ বিষয়ক কমিশন

পবিত্র বাইবেলের প্রাক্তন সন্ধিতে নব সন্ধির পূর্বাভাস ও প্রস্তুতি

রাসেল আন্তনী রিবেরু

পবিত্র বাইবেল

পবিত্র বাইবেল হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বাইবেলকে "পবিত্র গ্রন্থ" বলে গণ্য করেন কেননা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী। বাইবেল হলো জীবন্ত বাণী-গ্রন্থ। ঈশ্বরের জীবনময় বাণী মানুষের ভাষায় ও ঈশ্বরের নির্দেশে ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষের দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভাষায় পবিত্র আত্মার প্রেরণায় লিখিত হওয়ার ফলে *(যোহন ২০:৩১; ২ তিমথি ৩:১৬; ২ পিতর ১:১৯-২১; ৩:১৫-১৬)* বাইবেলের সমস্ত গ্রন্থাবলী ও তাদের সকল অংশসমূহ পবিত্র ও প্রমাণিত বলে গৃহীত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, পবিত্র বাইবেলের রচয়িতা হলেন ঈশ্বর ও মানুষ। পবিত্র বাইবেল হলো ঐশ প্রত্যাদেশের দলিল। মানব জাতির ইতিহাসে যুগে যুগে ঈশ্বরের যে প্রকাশ এবং মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে অনন্ত প্রবাহমান পরিকল্পনা, সেই ঐশপ্রকাশ ও পরিত্রাণ পরিকল্পনার দলিলই হল পবিত্র বাইবেল। আবার পবিত্র বাইবেল হলো মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমপত্র। ঈশ্বর নিজেই ভালাবাসা। সেই একই ভালবাসায় তিনি সমগ্র জগৎ ও জগতের মানুষকে ভালবেসেছেন। আদিপুস্তক থেকে প্রত্যাদেশ গ্রন্থ পর্যন্ত সমগ্র বাইবেলে মানব মুক্তির বিভিন্ন ধাপ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বর্ণনা করার মাধ্যমে মানুষ ও জগতের প্রতি প্রেমময় ঈশ্বরের এই প্রেমকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বাইবেল: প্রাক্তন ও নব সন্ধি

বাইবেলকে বলা হয় সন্ধি। ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির জনগণের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তাকে বলা হয় "পুরাতন বা প্রথম সন্ধি" এবং যিশু ও নতুন ইস্রায়েল বা মণ্ডলীর মধ্যে স্থাপিত সম্পর্ককে বলা হয় "নব সন্ধি"। পুরাতন বা প্রাক্তন সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল পশু বলির রক্তে। নব সন্ধি স্থাপিত হয়েছে যিশুর পবিত্র রক্তের দ্বারা। মোশীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির সাথে যে সম্পর্ক বা সন্ধি স্থাপন করেছিলেন তা পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর পুত্র যিশুর স্থাপিত নবসন্ধির মাধ্যমে। সমগ্র বাইবেল জুড়েই রয়েছে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই গভীর প্রেমের সম্পর্কের বা সন্ধির কাহিনী।

পবিত্র বাইবেলে প্রাক্তন সন্ধি

প্রাক্তন সন্ধি পবিত্র শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাক্তন সন্ধিতে রয়েছে ৪টি ভাগে সর্বমোট ৪৬টি পুস্তক। এই ৪টি ভাগ হলো: পঞ্চপুস্তক বা তোরাহ্ *(Pentateuch)*, ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ *(Historical Books)*, প্রজ্ঞাধর্মী বা জ্ঞানধর্মী গ্রন্থাবলী *(Wisdom Books)*, ও প্রাবক্তিক গ্রন্থাবলী *(Prophetic Books)*। প্রাক্তন সন্ধির অন্তর্ভূক্ত পুস্তকাবলী ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং এগুলোর স্থায়ী মূল্য রয়েছে। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল Dei Verbum (ঐশ প্রত্যাদেশ)-এ বলা হয়েছে: "প্রাক্তন সন্ধি ব্যবস্থা এমন সুপরিকল্পিতভাবে নির্দেশিত হয়েছিল, যেন তা সব মানুষের মুক্তিদাতা খ্রিস্টের আগমনের জন্য প্রস্তুতির কাজ করে, এবং এর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে *(লুক ২৪:৪৪, যোহন ৫:৩৯, ১ পিতর ১:১০)*।" "যদিও অসম্পূর্ণ ও অস্থায়ী বিষয় এই সব গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত", তথাপি প্রাক্তন সন্ধির গ্রন্থাবলী ঈশ্বরের ত্রাণদায়ী ভালবাসার গোটা ঐশ শিক্ষাপদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করে: এই রচনাগুলো "ঈশ্বর সম্বন্ধে সুমহান শিক্ষা ও মানবজীবন সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং প্রার্থনার এক বিস্ময়কর কোষাগার। এগুলোর মধ্যে আমাদের পরিত্রাণের রহস্য বা নিগূঢ়তত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান (Dei Verbum, ১৫)।"

নব সন্ধির সাথে সম্পর্ক

পুরাতন নিয়মের কথা ও কাজের মাধ্যমে ঈশ্বর যে পরিত্রাণ পরিকল্পনা শুরু করেছিলেন তা নাজারেথের যিশুতে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা, সেই খ্রিস্ট যার পরিচয় তাঁর প্রেরিত শিষ্যেরা আমাদের কাছে প্রচার ও প্রকাশ ক'রে গেছেন *(শিষ্য ২:২২-৪০; রোমীয় ১৬:২৫-২৬; ২ করিন্থিয় ৩:১৪-১৬)*। প্রাক্তন ও নব সন্ধির গ্রন্থগুলির অনুপ্রেরণাদাতা ও রচয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় এমন ব্যবস্থা করলেন যেন পুরাতনটির মধ্যে নতুনটি প্রচ্ছন্ন থাকে এবং নতুনটির মধ্যে পুরাতনটির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। কারণ, যদিও খ্রিস্ট নিজ রক্তে নতুন সন্ধি স্থাপন করেছেন *(লুক ২২:২০; ১ করিন্থিয় ১১:২৫)*, তথাপি পুরাতন সন্ধির সবগুলো গ্রন্থ মঙ্গলসমাচারের বাণীতে প্রতিফলিত বলে নতুন সন্ধিতে পূর্ণ অর্থ লাভ ও তা প্রকাশ করে *(মথি ৫:১৭; লুক ২৪:২৭; রোমীয় ১৬:২৫-২৬; ২ করিন্থিয় ৩:১৪-১৬)* এবং তার ফলে নতুন সন্ধির উপর আলোকপাত করে ও ব্যাখ্যা দান করে (Dei Verbum, ১৬)।

প্রাক্তন সন্ধিতে নব সন্ধির পূর্বাভাস ও প্রস্তুতি

পুরাতন নিয়ম ছিল প্রস্তুতিমূলক, অর্থাৎ তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে নতুন নিয়মের জন্য, খ্রিস্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা: "প্রাচীনকালে পরমেশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে বহুবার বহুরূপে কথা বলেছিলেন প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে, কিন্তু শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে তিনি কথা বললেন আপন পুত্রেরই মুখ দিয়ে *(হিব্রু ১:১-২ক)*।" কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১২৮-১২৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: প্রৈরিতিক যুগ থেকেই শুরু করে *(১ করিন্থীয় ১০:৬, ১১; হিব্রু ১০:১; ১ পিতর ৩:২১)* এবং অতঃপর তার চলমান শিক্ষাপরম্পরার মধ্যে, প্রতীকার্থক ব্যাখ্যা ক'রে, খ্রিস্টমণ্ডলী দুই সন্ধির মধ্যে ঐশ-পরিকল্পনার ঐক্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে, ফলে কালের পূর্ণতায় তাঁর দেহধারী পুত্রের মধ্যে যা সুসম্পন্ন হয়েছে, প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বরের কাজের মধ্যে তাঁর পূর্বাভাস আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কারণে খ্রিস্টানগণ ক্রুশার্পিত ও পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোকে প্রাক্তন সন্ধি পাঠ করে যাকে আমাদের প্রভু নিজেই ঐশপ্রত্যাদেশ হিসেবে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন *(মার্ক ১২:২৯-৩১)*। তাছাড়া, নব সন্ধি পাঠ করতে হবে প্রাক্তন সন্ধির আলোকে। আদি খ্রিস্টানসমাজে ধর্মশিক্ষাদানের সময় প্রতিনিয়ত প্রাক্তন সন্ধির ব্যবহার করা হতো *(১ করিন্থিয় ৫:৬-৮; ১০:১-১১)*। সাধু আগষ্টিনের উক্তি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "প্রাক্তন সন্ধির মধ্যে নবসন্ধি প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত, এবং নব সন্ধিতে প্রাক্তন সন্ধি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।"

ঈশ্বর তাঁর বাণীর দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করেন *(যোহন ১:৩)*। সৃষ্টির বাস্তবতায় তিনি সর্বদা মানুষকে তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন *(রোমীয় ১:১৯-২০)*। স্বর্গীয় মুক্তির পথ খুলে দেওয়ার মানসে তিনি প্রথম থেকে আমাদের আদি পিতা-মাতার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। মানুষের পতনের পরও তিনি মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে *(আদি ৩:১৫)* সমগ্র মানব জাতির জন্য পরিত্রাণের আশা বজায় রেখেছেন। মানব জাতির কল্যাণে তাদের তত্ত্বাবধান করতে ঈশ্বর কখনো ক্ষান্ত হন নি। সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর এক অসাধারণ কাজ করলেন: তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি জাতি বেছে নিলেন, যাদের কাছে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলো ব্যক্ত ও ন্যস্ত করতে পারবেন *(আদি ১২:২)*। আব্রাহাম *(আদি ১৫:১৮)* ও মোশীর *(যাত্রা ২৪:৮)* মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতির সাথে তাঁর সন্ধির দ্বারা তিনি নিজের জন্য একটি জাতি অর্জন করলেন ও তাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি তার মনোনীত এই জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁকে একমাত্র জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বর, পরিণামদর্শী পিতা ও ন্যায় বিচারক হিসাবে স্বীকার করেন। তিনি তাদের এই শিক্ষাও দিলেন যে, তারা যেন প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা অর্থাৎ মশীহের জন্য প্রতীক্ষা করে। এভাবে বিভিন্ন পূর্বাভাস দিয়ে, ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তাদেরকে নব সন্ধি অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্য আশান্বিত করলেন। তাই আমরা দেখি, মুক্তির পরিকল্পনায় পরমেশ্বর যুগ যুগ ধরে মঙ্গলসমাচারের জন্য পথ প্রস্তুত করেছেন। এই জন্য প্রাক্তন সন্ধির পুস্তকগুলোর একটি অসাধারণ ও স্থায়ী মূল্য রয়েছে: "পুরাকালে শাস্ত্রে যা-কিছু লেখা হয়েছিল, সত্যিই তো আমাদের ধর্মশিক্ষা দেয়ার জন্যেই তো লেখা হয়েছিল, যাতে ঐশবাণী আমাদের অন্তরে যে-নিষ্ঠা এবং যে আশ্বাস জাগিয়ে তোলে, তার ফলে যেন আশায় উদ্দীপিত হতে

পারি *(রোমীয় ১৫:৪)*।" তাই বলা যায় যে, প্রাক্তন সন্ধি নব সন্ধির পথ প্রস্তুত করেছে। প্রাক্তন সন্ধিতে নব সন্ধির পূর্বাভাস ও প্রস্তুতির কয়েকটি উদাহরণ হল:

ক) প্রতিশ্রুত মশীহের আগমনবার্তা: ইস্রায়েলের প্রবক্তাদের প্রচারের অন্যতম প্রধান একটি বিষয় ছিল প্রতিশ্রুত মশীহের আগমনবার্তা প্রচার করা। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করতে, পাপের ক্ষমা দিতে, শান্তি ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, সত্য পথের সন্ধান দিতে ও পদদলিত মানুষকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করতে সর্বোপরি মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই মশীহের আগমনের বার্তা ঘোষণা ক'রে প্রবক্তাগণ মানুষের অন্তরে নব আশার সঞ্চার করেছেন। বিভিন্ন প্রবক্তা, যেমন- মালাখি, দানিয়েল এবং বিশেষভাবে প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে সেই শান্তিরাজ মশীহের আগমন বাণী জোরালোভাবেই ঘোষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই প্রতিশ্রুত মশীহের স্বরূপ ও পরিচয় জানার জন্য প্রবক্তা ইসাইয়া কষ্টভোগী সেবকের চারটি গীতিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। নব সন্ধিতে খ্রিস্টের আগমন, মানবদেহ ধারণ, জগতে তাঁর যাপিত জীবন ও মানবের পরিত্রাণের জন্য তাঁর যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ ও পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে প্রবক্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

খ) **আদিতে:** আদিপুস্তকের শুরুতে আমরা দেখি, "আদিতে যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন.. *(আদি ১:১)*।" এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি আমরা পাই যোহনের মঙ্গলসমাচারে: "আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশর..... তাঁর দ্বারাই সব-কিছু অস্তিত্ব পেয়েছিল... *(যোহন ১:১-৩)*।"

গ) আলো: আদিপুস্তকে আমরা আলোর উল্লেখ পাই *(আদি ১:৩)*। নব সন্ধিতে বলা হয়েছে, ঈশ্বরই আলো *(১ যোহন ১:৫)*; খ্রিস্টই আলো *(যোহন ৮:১২)* এবং খ্রিস্টভক্তরাও আলো *(এফেসীয় ৫:৮)*। যিশুর অনুকরণে যারা মিথ্যা ও হিংসার অন্ধকারের ওপর জয় লাভ করে, তাদের জন্যে তিনি নিজেই হবেন চিরন্তন আলো *(প্রত্যাদেশ ২২:৫)*।

ঘ) প্রতিমূর্তি: ঈশ্বর মানুষকে তাঁর আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন *(আদি ১:২৬)*। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ লাভ করেছে স্বয়ং পরমেশ্বরের সাদৃশ্য। সামসঙ্গীতে মানুষকে গৌরবান্বিত করে বলা হয়েছে: "কে-ই বা মানবসন্তান .... যাকে করেছ তুমি প্রায় দেবতার সমান *(সাম ৮:৪-৫)*?" সাধু পল বলেন যে, সকলকে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের মাধ্যমে পিতার সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়ে এবং যিশুর স্বভাব পরিধান ক'রে নতুন মানুষ হতে হয় *(রোমীয় ১৩:১৪; এফেসীয় ২:১৫; ৪:২৪)*। যিশুতে রূপান্তরিত হয়ে আরো প্রকৃত ভাবে আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্য ও প্রতিমূর্তি হয়ে উঠি, কারণ যিশুই অদৃশ্য পরমেশ্বরের মুখচ্ছবি *(তুলনীয় ১ করিন্থিয় ১৫:৪৯; ফিলিপ্পীয় ৩:২১; কলসীয় ৩:৪)*।

ঙ) প্রাক্তন সন্ধির হবা ও নবীনা হবা: হবা হলেন এ জগতে জাত সকল মানুষেরই জননী *(আদি ৩:২০)*। প্রভু যিশুর মা কুমারী মারীয়াকে বলা হয় 'নবীনা হবা'। কারণ কুমারী মারীয়া, খ্রিস্টে নবজন্ম লাভ করেছে যারা, সেই সকল বিশ্বাসীদের মাতা বলে গণ্য হন। হবা হলেন মানব সন্তানের মাতা; আর কুমারী মারীয়া হলেন তাঁর অসাধারণ বিশ্বাসের গুণে ঈশ্বরের সন্তানদের মা *(লুক ১:৪৩-৪৪; যোহন ১৯:২৬-২৭)*।

চ) নোয়ার নৌকা/জাহাজ: প্রাক্তন সন্ধিতে আমরা নোয়ার সময়কার মহাপ্লাবনের বিখ্যাত গল্পে নোয়ার নৌকা/জাহাজের উল্লেখ পাই যা সাংঘাতিক দুর্বিপাকের মধ্যেও ডুবে যায়নি। এটা হলো খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতীক। নব সন্ধিতে খ্রিস্ট দ্বারা স্থাপিত মণ্ডলী যুগ যুগ ধরে অশেষ বাধা বিঘ্ন ও বিরোধিতা, নির্যাতন ও অত্যাচার, ঘৃণা ও হিংসার সম্মুখীন হয়ে আসছে। কিন্তু এ-সব কিছু সহ্য ক'রে মণ্ডলী বর্তমান এবং সেই স্বর্গীয় আশ্রয় স্থানের দিকে নৌযাত্রা ক'রে যাচ্ছে।

ছ) যোসেফ ও যিশু: প্রাক্তন সন্ধির যোসেফ যিশুরই প্রতীক। যোসেফ ছিলেন যাকোবের প্রিয়তম পুত্র, তিনি প্রতিদিনের বাস্তব জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝবার জন্যে ও পালন করার জন্যে জ্ঞানে পরিপূর্ণ ব্যক্তি; যিশু পিতা পরমেশ্বরের প্রিয়তম পুত্র - যাঁর কথা আমাদের সকলকে মানতে হয়, তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের দেহধারী প্রজ্ঞা এবং মানুষের কাছে প্রকাশিত তাঁরই চূড়ান্ত বাণী *(লুক ৯:৩৫; ১ করিন্থীয় ১:২৪; হিব্রু ১:২-৩)*। তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছেন *(যোহন ৬:৩৮; ১৪:৩১)*। যোসেফ সেই ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ, যাকে ভাইয়েরা বিক্রি করে দিয়েছিল; যিশু ঈশ্বরের সেই ধার্মিকজন *(লুক ২৩:৪৭)*, যাকে বিক্রি করল তাঁরই একজন বন্ধু। যোসেফ ভাইদের অপরাধ অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিয়েছিলন; ক্রুশবিদ্ধ যিশুও যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং যারা তাকে ক্রুশে দিল তাদের সকলকেই ক্ষমা করেন *(লুক ২৩:৩৪)*। যোসেফকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে ফারাও তাঁর রাজ্যের ওপর তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন *(আদি ৪১:৩৭-৪৪)*; যিশুকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত ক'রে ঈশ্বর তাঁর স্বর্গরাজ্যের ওপর তাঁকে অধিষ্ঠিত করেন *(মথি ২৮:১৮; লুক ২২:২৯; শিষ্যচরিত ৪;১০-১২; ৫:৩০-৩১; ফিলিপ্পীয় ২:৯-১১)*। যোসেফের দ্বারা ঈশ্বর বহু মানুষকে বাঁচিয়েছেন *(আদি ৪৫:৫)*; যিশুর জীবন দ্বারা ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ সুনির্দিষ্ট করেছেন *(মথি ৮:১৭; ২৬:২৭, ৩১, ৩৯; শিষ্যচরিত ২:২৩; লুক ২৪:৪৪-৪৭; এফেসীয় ১:৭-১২)*।

জ) ব্রোঞ্জের সাপ: গণনা পুস্তকে মোশী ঈশ্বরের নির্দেশমত জনগণের আরোগ্য লাভের জন্য ব্রোঞ্জের তৈরি সর্পমূর্তি উপরে তুলে ধরেছিলেন। যোহনের মঙ্গলসমাচারে উঁচুতে তুলে ধরে রাখা সাপটি হলো ক্রুশবিদ্ধ যিশুর প্রতীক, যাতে "যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে যেন শাশ্বত জীবন লাভ ক'রে।

ঝ) পুনরুত্থান: ২য় মাকাবীয় গ্রন্থে সাক্ষ্যমর সাত ভাই ও তাঁদের মায়ের গল্পে পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনের বিশ্বাস চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে *(২য় মাকাবীয় ৭:৯)*। প্রাক্তন সন্ধিতে ঈশ্বরের প্রকাশিত তত্ত্বের মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবক্তা দানিয়েল শিক্ষা দেন যে, পৃথিবীর ধূলিতলে যারা নিদ্রিত তারা নিজ কাজকর্মের প্রতিফল পাবার জন্যে জেগে উঠবে *(দানিয়েল ১২:১-৩)*। নব সন্ধিতে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে মৃত্যুর ওপর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে।

বর্তমান বাস্তবতায়ও প্রাক্তন সন্ধির সুমহান গুরুত্ব

পুরাতন নিয়ম পাঠ ক'রে খ্রিস্টসমাজে নতুন জ্ঞানের আলো জেগে ওঠে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে: কেন আজকেও পুরাতন নিয়মের কথা পাঠ করতে হয়? নব সন্ধির পরে পুরাতন নিয়ম কি বাতিল করা যায় না? নব সন্ধি থাকতেও পুরাতন নিয়ম বা পুরাতন ইতিহাসের উপর এত চিন্তা করা কি সময় নষ্ট করা নয়? এ ধরণের চিন্তা থাকলে তা নিতান্তই ভুল ধারণা; কারণ প্রাক্তন সন্ধি খ্রিস্টের জন্মের আগে রচিত হলেও এসব পুস্তকের মাধ্যমে ঈশ্বর অধিক ও গভীর ভাবে নিজেরকে প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন সন্ধিতে আমরা দেখি যে, ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরকে জানতে পেরেছে এবং তাঁর অনুপ্রেরণায় সেই অভিজ্ঞতা আমাদের ও সকল মানবজাতির জন্যেই রচনা করে গেছে। তাই প্রাক্তন সন্ধি সব যুগের জন্যেই প্রযোজ্য।

আজকের দিনে খ্রিস্টমণ্ডলী আমাদের আহ্বান জানায় যেন আমরা তার সঙ্গে একই বিশ্বাসে মিলিত হয়ে, প্রাক্তন সন্ধিতে পবিত্র আত্মা যে অফুরন্ত সম্পদ সঞ্চয় ক'রে রেখেছেন, তা আবিষ্কার করতে পারি। তার মাতৃস্নেহের পরিচালনায় আমরা এই পুরাতন বাণী পাঠ ক'রে তার থেকে "নতুন ও পুরানো" দু'রকমের সম্পদই বের ক'রে আনতে পারি *(মথি ১৩:৫২)*। ঈশ্বরের জন্য পিপাসিত হৃদয় নিয়ে এই পুরাতন বাণী পাঠ ক'রে আজও আমরা নিজের জীবনযাত্রার জন্যে সেই ঐশ জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার করতে পারি। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা এই ব্যাপারে শিক্ষা দিয়ে বলে যে, "খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উচিত এই সমস্ত গ্রন্থকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে গ্রহণ করা কারণ এগুলো ঈশ্বরের জীবন্ত উপলব্ধি অভিব্যক্ত করে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. রোজারিও, ইম্মানুয়েল কে.: বাইবেল বার্তা, দ্বিমাসিক মঙ্গলবার্তা, যোসেফ বিশ্বাস (সম্পা.), ১৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, যশোর, জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
২. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, ঢাকা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।
৩. দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ: 'ঐশ প্রত্যাদেশ বিষয়ক ধর্মতাত্ত্বিক সংবিধান', ঢাকা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।
4. MARTOCCIA, Giovanni (অনুবাদক): পঞ্চপুস্তক, Jessore, National Social Catechetical Training Centre, 1995.

মঙ্গলসমাচারের আলোকে জীবন-যাপন: একটি চ্যালেঞ্জ

ব্লেইস সুমিত কস্তা

"ধিক্ যদি না আমি মঙ্গলসমাচার প্রচার না করি" সাধু পল এই উক্তিটির মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন খ্রিস্ট প্রচার ব্যতিত পুরো জীবনটাই শূণ্যতা ও অসারতা মাত্র। তাই সাধু পল এর খ্রিস্ট উপলব্ধি ও তাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য নিজের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন তার বিশ্বাস, কাজ ও প্রচার এর মধ্যদিয়ে। কারণ যে ব্যক্তি খ্রিস্টকে একবার অভিজ্ঞতা করেন অবশ্যই তিনি তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন না। আর মঙ্গলসমাচার সেই কথাই বলে। সত্যিকার জীবন দর্শন যখন মঙ্গলসমাচার থেকে মানুষ পায় তখন সেটিকে আকড়ে ধরে ও সত্যের পথকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। আর সেই মূল্যবোধ ও জীবনী শক্তিতে তার জীবন পরিচালিত করে। মঙ্গলসমাচার শুধু কিছু বাক্য আর শব্দের মিশ্রণ নয় যে শুধু আবৃত্তি করে যাওয়া বা তাল মিলিয়ে যাওয়া ও শ্রবণ করা বরং পড়ার সাথে সাথে অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা আমার জীবনে সেই বাক্যটি কীভাবে সংযুক্ত ও জীবন চলার পথে সেই আলোকে আমার কর্ম-ক্রিয়া সম্পাদন করছি কী না। বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের জীবন-যাপন মঙ্গলসমাচারের আলোকের বাইরে অবস্থান করছে তথাপিও খ্রিস্টীয় যে মূল্যবোধ সেটা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর এটাকেই আমাদের নিকট চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতা বলতে পারি যেটি থেকে সবসময় মণ্ডলী আহ্বান জানান বেরিয়ে আসতে।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে মঙ্গলসমাচারে আলোকে জীবন-যাপনের চ্যালেঞ্জ সমূহ তুলে ধরা হলো:

১। খ্রিস্টীয় ধর্মশিক্ষার: অনেক মানুষই কোন না কোন ধর্ম সম্মান ও পালন করে। কারণ ধর্ম হলো স্রষ্টার উপর নির্ভর করা এবং একটি পথকে বেছে নেওয়া, যার মধ্যদিয়ে জীবনে মুক্তি লাভের আশায় এগিয়ে যাওয়া। তাই সত্য ধর্মকে মন-প্রাণ দিয়ে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। আর সেই লক্ষ্যে প্রতিটি ধর্মে ছোট অবস্থা থেকেই সন্তানদের ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হয়, যাতে করে সারাটি জীবন সন্তানেরা সেই শিক্ষাকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের ও মানুষের সেবায় নিরত থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় খ্রিস্টীয় ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে। বাইবেলে দেখি যিশু ইহুদিদের ধর্মীয় রীতি নীতি বা আজ্ঞাবলি ছোট অবস্থায় আয়ত্ব করেছিলেন। মারীয়া ও যোসেফ যিশুকে সেই জেরুসালেম মন্দিরে নিয়ে গিয়েছেন এবং যিশুর সেই ঈশ্বর প্রদত্ত ঐশরিক জ্ঞান এর প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় পণ্ডিতদের সাথে যখন আলাপচারিতায় সময় অতিবাহিত করেন। যিশু অবসম্ভাবিভাবে সেই জ্ঞান পারিবারিক ধর্মশিক্ষারও অংশ বটে। যদি বর্তমান বাস্তবতায় সেই ধর্মীয় শিক্ষা বা ঐতিহ্যগত প্রার্থনাগুলো যেমন- প্রভুর প্রার্থনা, প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র, অনুতাপ নিবেদন, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, বিশ্বাস, আশা ও ভক্তি নিবেদন, রোজারিমালার নিগূঢ়তত্ত্ব ও লিতানিগুলো, বিভিন্ন ছোটা ছোট প্রার্থনা বা বাইবেল পুস্তক যদি না অধ্যয়ন করে তবে কী করে সেই ধর্মীয় শিক্ষায় পরিপক্কতা অর্জন করবে। শুধুমাত্র প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকাটা যথেষ্ট নয় বরং অংশগ্রহণ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার মধ্যদিয়ে।

২। পবিত্র ও ধর্মিষ্ঠ জীবন-যাপন: মঙ্গলসমাচারে আলোকে জীবন-যাপনে বিশেষ একটি দিক হলো পবিত্রতা ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন-যাপন। ত্রিত্ব পরমেশ্বর যেমন পবিত্র আমাদেরও তদ্রুপ পবিত্র হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা পবিত্রতা রক্ষা ও ধর্মিষ্ঠ হয়ে জীবনে-যাপনের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হলো মানুষের ধর্মীয় চিন্তাকে জাগতিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া ও নির্ভরশীলতা বাড়ানো। সেই সাথে অন্তরের পাপবোধহীনতা, ভালো-মন্দের পার্থক্যকে গৌণভাবে দেখা, ঈশ্বর ভীতি কমে যাওয়া ইত্যাদি দিকগুলো সামনে চলে আসে তথাপি মনে হয় ভালইতো জীবন-যাপন করছি। কিন্তু যখন সৎকর্ম, অন্যের প্রতি শুভ কামনা, প্রার্থনা জীবনে আগ্রহ বা অন্তরের তীব্রতা বা আকাঙ্ক্ষা খ্রিস্টকে ধারণ করার আত্মোপলব্ধি থাকে তখন আমরা পবিত্র জীবন-যাপন করতে সক্ষম হই। বাইবেলে বিভিন্ন পত্রে আছে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন পবিত্র তোমরাও তেমনি পবিত্র হও। তোমাদের জীবন-যাপনের মধ্যে যেন কোন ধরনের ভান বা ছলনা বা ভণ্ডামি না থাকে। আমাদের অন্তরটা যেন সাজানো থাকে পবিত্রতায় *(২ মাকাবীয় ৭:১-৪১, হিব্রু ১০: ১৯-২৫, ২ তিমথি ৩: ২০-২৬, ১ যোহন ২: ২৯- ৩:৩, ২ পিতর ৩: ১১-১৩)*।

৩। পারিবারিক আদর্শগত দিকসমূহ: পরিবারের কথা বলতে গেলে আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান হয় নাজারেথের সেই আদর্শ পরিবার যিশু, মারীয়া ও যোসেফের পরিবারের কথা। মারীয়া ও যোসেফ ছিলেন ঈশ্বরবিশ্বাসী, আজ্ঞা পালনে নিষ্ঠাবান, কর্তব্যনিষ্ঠ ও যিশুর জীবনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী। আর সেই জন্যই তারা উত্তম পরিবারের আদর্শ। বর্তমান সময়ে পরিবারের খ্রিস্টীয় আদর্শ চর্চা অনেকাংশে লোপ পাচ্ছে । অনেক সময় দেখা যায় পরিবারগুলোর মধ্যে সন্তানের যত্ন নেওয়া বা শিক্ষা গ্রহণ ধর্মকেন্দ্রিকতা থেকে আলাদা- পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ ও মান্যতা কম, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণে আগ্রহহীনতা, পারিবারিক রোজারিমালা প্রার্থনার প্রচলন কমে যাওয়া, পাপস্বীকার গ্রহণ না করা, সন্তানদের নেতিবাচক কাজকে এড়িয়ে যাওয়া ও শাসন না করা বরং প্রশ্রয় দেওয়া, সমালোচনাপূর্ণ মনোভাব পোষণ, অত্যাধিক প্রতিযোগিতার দিকে সন্তানদের ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি বিষয় গুলো সর্বজনীন মঙ্গলসমাচারের আলোকে পরিবারিক সুন্দর জীবন-যাপন ব্যহত করছে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বলা হয় পরিবার হলো সমাজের অনু। সুতরাং পরিবার ভালো শিক্ষা দিলে, সেই আদর্শগত দিকেগুলো সমাজে প্রতিফলিত হয়। আর মণ্ডলী হয়ে ওঠে ভালোবাসাময় ঈশ্বরের রাজ্য।

৪। ঈশ্বর নির্ভর জীবন-যাপন: খ্রিস্টীয় জীবনে আরো একটি বৈশিষ্ট হল ঈশ্বরের উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করা। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ত্রিত্বময় পরমেশ্বর পূর্ণমাত্রায় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের কাজ করেছেন। মা মারীয়া ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে "হ্যাঁ" বোধক সম্মতি প্রকাশ করেছেন। বিশ্বাসীদের পিতা বলে খ্যাত আব্রাহামও একইভাবে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছেন। এখানে আরও বলতে পারি যুদিথের কথা, যিনি সমগ্র জাতিকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে কাজ করেছেন। যেখানে বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না। ঈশ্বর তাঁকে বিজয়ের মাধ্যমে তার সফলতা দিয়েছেন *(যুদিথ ৯:৫-৬)*। সুতরাং ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতা ও আত্মোৎসর্গ আমাদের জীবনে সুযোগ দেয় মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় অনেক মানুষ নিজস্ব জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করে এবং সর্বময় জ্ঞানে পরিপূর্ণ বলে নিজেদের স্বীকৃতি দেয়। তারা ভাবে আমাদের অর্থসম্পদ, সম্মান বা পদমর্যাদা, ক্ষমতা এবং জ্ঞানময় ব্যক্তিত্ব আমার অর্জন, সুতরাং ঈশ্বরকে আমার প্রয়োজন নেই। তাই ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহায়তা ও প্রার্থনাসভাগুলো তাদের অনুপস্থিতি বেশি দৃশ্যমান হয়। উইলফের্ড পিটারসন (Wilferd Peterson) বলেছেন, "মানবীয় জীবনের সৌন্দর্য শুরু হয় অন্যের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে এবং ঈশ্বরের মহামূল্যবান দান জীবন এর সম্মতিক্রমে।" তাই ঈশ্বর এর প্রতি ভরসার বিকল্প নেই, কেননা মাতৃগর্ভে তিনিই শিশুর বৃদ্ধি ঘটান, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা-মাতার মধ্যদিয়ে পরিচর্চা করেন, মৃত্যুর পর তিনি আবার তার নিকট স্থান দেন। তাই ঈশ্বরকে ভালবাসা ও আস্থা রাখা মানবীয় ব্যক্তি হিসেবে আমাদের অন্তর আত্মার পরিত্রাণ।

৫। আত্মত্যাগের জীবন-যাপন: যিশু বলেছেন, যে আমাকে অনুসরণ করতে চায় তবে সে আত্মত্যাগ করুক আর নিজের ক্রুশ কাধে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক *(লুক ৯:২৩-২৪)*। মঙ্গলসমাচারের আলোকে খ্রিস্টীয় জীবন-যাপন করতে হলে ত্যাগস্বীকার করতে হবে। কারণ ত্যাগেই পূর্ণ মহিমা। যিশুকে দেখি তিনি আত্মত্যাগ করেছেন এবং ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন আর এর মধ্যদিয়ে পুনরুত্থানের মহিমা নিয়ে এসেছেন। তেমনিভাবে ব্যক্তিগত জীবনে বা পারিবারিক জীবনে যখন ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার করতে শিখি তখন মহৎ কিছু আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় সেই সাথে

জীবন পথে সফলতা নিয়ে আসে। বলা হয় সব সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলার চেষ্টাই সেই আত্মনিবেদনের পথ। পবিত্র বাইবেলে দেখি যিশু সেই ধনী যুবকটিকে বলছেন, যদি আত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তাহলে এখন যাও, তোমার যা-কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দাও; আর সেই টাকাটা গরিবদেরই দিয়ে দাও; তাহলে স্বর্গে তোমার জন্যে মহাসম্পদ সঞ্চিত থাকবে। তারপর আমার কাছে এসো আর আমার সঙ্গে সঙ্গে চলো *(মথি ১৯: ২১)*। সুতরাং আত্মত্যাগের পথ হলো নিজের জীবনের কিছু জিনিস বা দিক গুলোকে অন্যের জন্য ছেড়ে দেওয়া কারণ যখন আমাদের জীবনে কোন কিছুর উপর মায়া জন্মে তখন সেটিকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। আর যিশু বর্তমান সমাজকে ও মানুষকে বলছেন সেই দিকগুলো পরিহার করে সত্যিকার আত্মত্যাগ পথ বেছে নাও ও আমার ক্রুশের বোঝার সাথে সহযাত্রী ও সমব্যথি হও। তবেই তোমার জীবনের মধ্যদিয়ে মানুষ উদিত নতুন সূর্যের রূপ অবলোকন করতে পারবে এবং তুমি গৌরবান্বিত হবে। বর্তমান বস্তবতায় ত্যাগস্বীকার এর মনোভাব গঠন করা ও অনুশীলন করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে, তবে আত্মপ্রচেষ্টা ও সৎ ইচ্ছা মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধিত করতে পারে ও ভালো ফল নিয়ে আসতে পারে।

৬। খ্রিস্টীয় জীবনে প্রার্থনা ও আনন্দ: মানুষ যখন তার সমগ্র জীবন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসে, তখনই সে উপলব্ধি করে ঈশ্বরের সাথে মিলনের আনন্দ। এই ভালবাসার অন্যতম প্রকাশ হচ্ছে প্রার্থনা। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত যোগাযোগ। পবিত্র বাইবেল আমাদের আহ্বান করে-যখন তুমি প্রার্থনা কর, তুমি বরং তখন তোমার নিজের ঘরেই যাও, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতাকে ডাক, সেই গোপনে থাকেন তিনি *(মথি ৬:৬)*। ঈশ্বরকে যখন আমাদের একান্ত সময়টুকু দিয়ে থাকি, সেই সময়টুকুই প্রতিদিনের জীবনে আমাদের শক্তির উৎস হয়ে ওঠে। তখনই আমরা স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, ঘৃণা, অহংকার, প্রতিশোধের আক্রোশ, পরাজয়ের গ্লানি, ধন সম্পদের লোভ-লালসার সীমা পেরিয়ে পরম পিতার আশীর্বাদের পাত্র হয়ে ওঠি এবং অনুভব করি তাঁর উপস্থিতির আনন্দ। প্রার্থনা হলো আমাদের তথা পরিবার জীবনের শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা করার উত্তম মাধ্যম। একটি কথা আছে- যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একত্রে বসবাস করে। আর এর যথার্থ বাস্তবতা আমরা আদর্শ পরিবার গুলোতে দেখতে পাই। যিশু তার অন্তিম সময়ে বলেছেন প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে না পড় *(লুক ২২: ৪৬)*। তাই প্রার্থনা করা বাদ দেওয়া মানে জীবনে একটি শূন্যতা তৈরি করা যেটি অন্যকিছু দিয়ে পূরণ হবার নয়। তাই প্রার্থনা মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে মিলনের আনন্দকে উপলব্ধি করার আহ্বান জানান।

৭। বিধান এর আলোকে জীবন-যাপন: বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ, তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে। এটি হলো বিধানের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান আদেশ। আর দ্বিতীয়টি তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতোই ভালবাসবে *(মথি ২২: ৩৭-৮০)*। এই বিধান হলো মঙ্গলসমাচারের আলোকে খ্রিস্টীয় জীবন-যাপনের চূড়ান্ত আদেশ। যিশু এই বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যাতে করে মানুষ উপলব্ধি করে প্রতিবেশি ও ঈশ্বর নিজ সত্ত্বা থেকে দূরে নয় বরং সহাবস্থানে রয়েছেন। মানুষ ভালবাসার কথা বলে, যেখানে বর্তমান সময়ে দেখা যায় ভালবাসায় ছলনায় ভরা, ক্ষণস্থায়ী সুখ, লোক দেখানো প্রবণতা অপরদিকে ঈশ্বরকে ভালবাসা বাহ্যিক কতগুলো চিহ্ন দ্বারা শুধু মাত্র প্রকাশ করে যা দৃশ্য মাত্র কিন্তু অন্তরের আধ্যাত্মিকতা নয়। তাই পুরাতন নিয়মের দেখি মোশির দ্বারা ঈশ্বর প্রদত্ত যে মুক্তিদায়ী বিধান দিয়েছিলেন সেই বিধান (দশ আজ্ঞা) যারা পালন করেনি তাদের জীবনে ধ্বংস নেমে এসেছিল, একই ভাবে বর্তমান সময়েও ঈশ্বরের আদেশ যারা পালন করে না ও অবহেলা করে তাদের জীবনে অশান্তি বিরাজ করে ও সব সময় সমস্যায় পতিত হয়। আর এই বিধান পালন একটি চ্যালেঞ্জ খ্রিস্টীয় জীবনের ক্ষেত্রে। তাই বিশ্বস্থতার সাথে গুরুত্ব দিয়ে বিধান ধারণ ও পালন করার আহ্বান জানান।

৮। সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন: প্রেরিতদূতেরা যা-কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই শুনত; তারা মিলেমিশেই জীবন-যাপন করত এবং নিয়মিত ভাবেই রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা-সভায় যোগ দিত। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল *(শিষ্য ৩: ৪২-৪৭)*। খ্রিস্টীয় চিন্তা সর্বদা মানুষকে একত্রিতভাবে জীবন-যাপন করতে অনুপ্রেরণা দেয়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যক্তিবাদী চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। যার কারণে একজন অন্যজনের পাশে থেকেও কাছের মানুষ হতে পারে না। ফলে মানুষের জীবন ব্যবস্থা ও বাস্তবতা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন, মানসিক অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, কষ্টগুলোকে সুন্দর ভাবে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। আর সেই সাথে পরস্পরকে সমর্থন দেয় নিম্নে পতিত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে। বর্তমান মণ্ডলীতে সিনোডাল চার্চ এর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে- আর এর মূল বিষয় হলো এক সঙ্গে পথ চলা ও সহায়তা করা।

৯। মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তি : সাধু আগষ্টিন বলেন, "হে প্রভু তুমি আমাদের তৈরি করেছ তোমার জন্য, আমার হৃদয় অস্থির হয় যতক্ষণ না এটি তোমার মধ্যে থাকে।" সুতরাং স্থিরতা হলো ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থান করা ও ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধি করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক মানুষ ব্যস্ততম জীবন-যাপন এর দিকে বেশি ঝুঁকছে। তাদের প্রত্যাশা কীভাবে অর্থ উপার্জন ও উন্নতি করা যায় অথচ ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, ধ্যান-প্রার্থনার প্রতি অনেকটা অনিহা সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে দেখা যায় মানসিক চিন্তা ও অস্থিরতা সব সময় বিরাজ করে। অনেক সময় সেই সব মানসিক চিন্তাগুলোই মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। কিন্তু পবিত্র বাইবেল আমাদের আহ্বান করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য আমাদের মনে স্থিরতা ও প্রশান্তি প্রয়োজন কেননা ঈশ্বর আমাদের অন্তরের প্রশান্তির মধ্যে বিরাজ করেন। একমাত্র ধ্যানের মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে, উত্তেজনা, কামনা-বাসনার প্রকোপ, ঘৃণার বিষ প্রভৃতি দূর করে মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তি আনতে পারি এবং একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি।

১০। ক্ষমার আলোকে জীবন-যাপন: তোমরা একে অন্যের প্রতি সহৃদয় হও, হও কোমলপ্রাণ। পরস্পরকে তোমরা ক্ষমা করে দাও, যেমন খ্রিস্ট তোমাদের আশ্রয় দিয়ে ঈশ্বরও তোমাদের ক্ষমা করেছেন *(এফসীয় ৪: ৩২)*। বর্তমান বাস্তবতায় ক্ষমা করা অনেক মানুষের কাছে কঠিন একটি কাজ, কেননা অন্তরে সেই নম্রতা ও করুণার দিকগুলো হৃদয়ে নাড়া দেয় না। অনেক সময় আবার মানুষ তার সীমাবদ্ধতার কারণে বিভিন্নভাবে ভুল করে থাকে, অপরাধ করে থাকে, একে অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মানুষ একে অপরকে সহজে ক্ষমা করতে পারে না। যা সম্পর্ক বজায় রাখতে ও নতুন কোন সম্পর্ক গড়তে বাঁধা স্বরূপ। ক্ষমা করতে পারা একটি বড় ক্ষমতা যা শত্রুকেও পরিবর্তন করতে পারে। যেরূপ সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল আলী আকসাকে ক্ষমা করেছিলেন, যিনি তাকে গুলি করে সেন্ট পিটার চত্বরে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তাই কষ্ট হলেও ক্ষমা করার মনোভাব বৃদ্ধি করা আবশ্যক কারণ ভালোবাসা মানে ক্ষমা করা। ঈশ্বর নিজেই মানুষকে ক্ষমা করেন এবং আমাদের নির্দেশ দেন আমরা যেন শর্তহীনভাবে ক্ষমা করার গুণটি অর্জন করতে পারি। যিশু পিতরকে বলছেন ক্ষমা করার বিষয়ে, সাতবার কেন বরং সত্তরগুণ সাতবার ক্ষমা করতে হবে *(মথি ১৮: ২১-২২)*। ক্ষমা করা কঠিন কিন্তু মিলনের আনন্দ স্বর্গীয়। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি (*John F. Kennedy*) বলেন, তোমাদের শত্রুদের ক্ষমা করে দাও, কিন্তু তাদের নাম কখনো ভুলো না। অর্থাৎ ক্ষমার মধ্যদিয়ে আরো আপন করে নিতে হবে।

মঙ্গলবার্তা হলো শুভবার্তা বা সুখবর। আর এই শুভবার্তা মানুষের জীবনে আত্মিক স্বাদ ও পরিতুষ্টি দান করে; সেই সাথে ঈশ্বরের বাণী দ্বারা মন-প্রাণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরমুখী করে তোলে। বর্তমান বাস্তবতায় মঙ্গলবাণীর আলোকে জীবন-যাপন করা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ছে কারণ মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান, নতুন আবিষ্কার তথা ভোগবাদের দিকে বেশি ধাবিত হচ্ছে ও মনোযোগ দিচ্ছে। আর সেই ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় চিন্তা চেতনা কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। ধর্মীয় চর্চা অনেকাংশে কমে যাচ্ছে। তাই আমাদের একটু ফিরে তাকাতে হবে ধর্মীয় জীবনের দিকে এবং চিন্তা করতে হবে পরজীবন ও স্বর্গরাজ্যের কথা। যিশু তো বলেছেন, আমি পথ, সত্য ও জীবন আমার মধ্যদিয়ে না গেলে কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না *(যোহন ১৪:৬)*। তাই সেই স্বর্গরাজ্য, আত্মার পরিত্রাণ, সত্য পথ পবিত্র মঙ্গলসমাচার আমাদের সামনে উপস্থাপন করে যেন ধর্মীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না হই বরং সেই দিকগুলোকে আপ্রাণ ভাবে আকড়ে ধরে প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে অনুশীলন করি॥

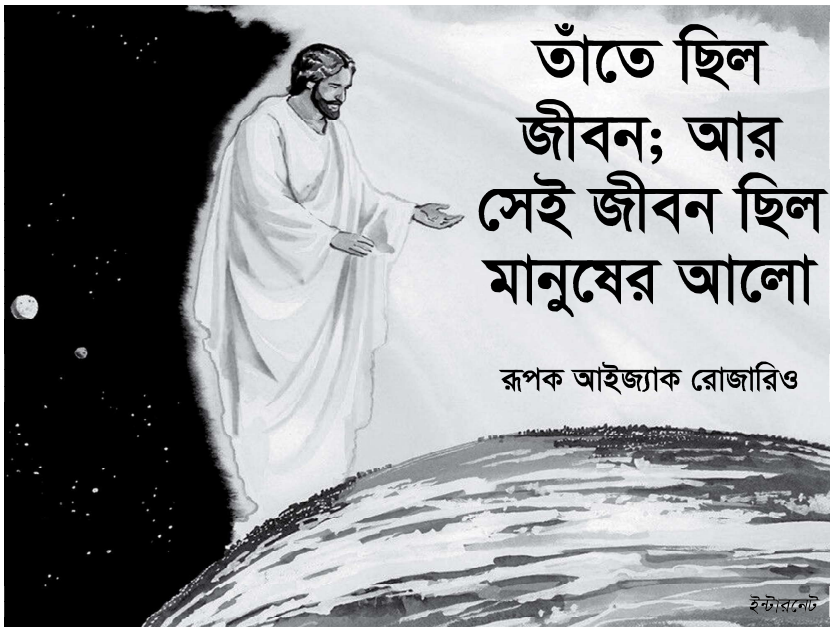

তাঁতে ছিল জীবন; আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো

রূপক আইজ্যাক রোজারিও

আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর *(যোহন ১:১)*। এবং তাঁতে ছিল জীবন; আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো *(যোহন ১:৪)*। বাণী মানব দেহধারণ করলেন যাতে মানব সন্তানগণ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং পায় নতুন জীবন ও অনন্ত পরিত্রাণ। আর এই বাণী হলেন দেহধারণকৃত আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট। এই বাণীর দেহধারণ মানব জাতির ইতিহাসে অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারীয়ার কাছে প্রকাশ করেন যে, বাণী দেহধারণ করবে পবিত্র আত্মার প্রভাবে তাঁর গর্ভে। আর সহজ-সরল কোমল প্রাণ মারীয়া এই সংবাদ গ্রহণ করেলেন বিশ্বস্ত ও আনন্দিত অন্তরে। তিনি তখন বলেছিলেন "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন আমার তাই হোক!" *(লুক ১:৩৮)*। কেননা এই বাণী হয়ে উঠবে সকলের আলো ও পরিত্রাণের উৎস এবং সকলে তাঁকে জগতের আলো ও মুক্তিদাতা বলে জানবে। এই বাণী হলেন ঈশ্বরপুত্র আমাদের প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা। বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে *(যোহন ১:১৪)*। তিনি আলো হয়ে আমাদের পথ দেখাতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং মানুষের মত দেহধারণ করেছিলেন দুই হাজার বছর আগে। বাণী দেহধারণ করলেন যাতে করে আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝেতে পারি। আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালবাসা এতেই প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারাই আমরা জীবন লাভ করি (*১ম যোহন ৪:৯*)।

ঈশ্বর অসীমরূপে মঙ্গলময় এবং তাঁর সকল কাজও উত্তম। তিনি তাঁর মুখের বাক্য দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করলেন। তখন পরমেশ্বর বলেন, 'আলো হোক; আর আলো হল (*আদি পুস্তক ১:৩*)। তিনি জগতকে পরম ভালবাসা দিয়ে গড়েছেন এবং সেই ভালবাসা দিয়ে তিনি সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন। প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়লেন, এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন, আর মানুষ সজীব প্রাণী হয়ে উঠল (*আদি পুস্তক ২:৭*)। ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে ও প্রাণবায়ু দিয়ে সৃষ্টি করলেন আর দিলেন এদেন বাগানের অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার বেশি দিন টিকে থাকল না। শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ তার হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা নষ্ট হতে দিল এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ঈশ্বরের অবাধ্য হল। এর ফল স্বরূপ এদেন বাগানের সমস্ত সুখ হারিয়ে আদি পিতা-মাতা এই মর্তে বসবাস করতে লাগল। এই পৃথিবীতে এসেও মানব সন্তানগণ পাপময় জীবনে পড়ে রইল, কিন্তু আমাদের দয়ালু পিতা তাঁর দয়ার বাণী তাদের কাছে বিভিন্ন প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আদমসন্তানদের মধ্যে রয়ে গেল সেই পুরনো সত্তা অর্থাৎ পাপ করার প্রবণতা। তারা প্রবক্তাদের কথাও আমান্য করতে লাগল, এমনকি তারা প্রবক্তাদের হত্যা করতে লাগল। ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার পাশাপাশি তারা আরও অনেক জঘন্য পাপ কজে লিপ্ত হতে লাগল। আমাদের দয়ালু পিতা-পরমেশ্বর, আমাদের এতো ভালবাসেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দান করলেন যাতে করে আমরা পরিত্রাণ লাভ করি। পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান ক'রে দিয়েছেন, যাতে, যে- কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন *(যোহন ৩:১৬)*।

"আমি জগতের আলো, যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, সে তো জীবনেরই আলো লাভ করবে" (*যোহন ৮:১২*)। প্রেরিত শিষ্য যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যে, বাণী ছিলেন সেই সত্যিকারের আলো যা জগতে এসে প্রতিটি মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেছে আর আলোকিত করেছে। কিন্তু আমরা আজও তাঁকে চিনতে ও বুঝতে পারিনি, ঈশ্বর যে তাঁর প্রিয় পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন পাপের দাসত্ব থেকে এই জগৎকে মুক্ত করতে। আমাদের পাপের কারণে ঈশ্বর আমাদেরকে এদেন বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলেন কিন্তু তিনি আবার তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন যাতে আমরা পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবনে প্রবেশ করি, "তিনি মানুষকে তাড়িয়ে দিলেন এবং জীবনবৃক্ষের দিকের পথ রক্ষা করার জন্য এদেন বাগানের পুবদিকে খেরুবদের মোতায়েন করলেন, সেই অগ্নিময় খড়্গও রাখলেন, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যার ঝলক (*আদি পুস্তক ৩:২৪*)। আদি পুস্তকে জীবন বৃক্ষের যে বর্ণনা করা হয়েছে তা আসলে আমাদের অনন্তজীবন। আমাদেরকে তাঁর ঐশস্বরূপের অংশীদার করতে বাণী দেহধারণ করেন। তাই সাধু ইরেনিয়াস বলেন, "এজন্যই বাণী মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, ঈশ্বরপুত্র হলেন মানবপুত্রঃ যাতে মানুষ বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এবং ঐশসন্তানত্ব লাভ ক'রে ঈশ্বর সন্তান হয়ে উঠতে পারে।" অন্যদিকে সাধু আথানাসিউস বলেন "আমাদের সঙ্গে তাঁর ঈশ্বরত্ব সহভাগিতা করার জন্যেই একজাত পুত্র আমাদের স্বরূপ গ্রহণ করলেন, যাতে মানুষ হয়ে তিনি মানবজাতিকে ঈশ্বরীয়

ক'রে তুলতে পারেন।" ঈশ্বর যে পরিকল্পনা আমাদের নিয়ে করেছিলেন আমরা তা বাস্তবায়ন হতে দেই না আমরা ঐশসন্তানত্ব ও স্বর্গরাজ্যের সুখ লাভ করতে চাই না বরং ঈশ্বরের বাণী ব্যতিত জীবন-যাপনে বেশি অগ্রহী হয়ে উঠি।

যিশুর জীবন ও তাঁর শিক্ষা হচ্ছে মানবজাতির তথা আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। যিশু চান আমরা প্রত্যেকেই যেন তাঁর বাণীর আলোতে আমাদের জীবন পরিচালনা করি। যিশু আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন যেন তাঁর বাণী শুধুমাত্র বাইবেলের পাতায় সীমাবদ্ধ না থাকে বরং তা আমাদের ব্যক্তি জীবনে প্রবেশ করে আমাদের আলোকিত করে তুলে। তাই তো তিনি তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন উপমা কাহিনীর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের বাণীর মর্মার্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন। যিশু বীজবপকের উপমা কাহিনীর মধ্যদিয়ে ব্যক্তি জীবনের বাণী শ্রবণের অর্থ ও তা ধারণের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়েছেন (*মার্ক ৪:১-৩৪*)। যিশুখ্রিস্ট নিজে আলো হয়ে আমাদের পথ প্রদর্শক হলেন। তিনি তাঁর প্রচার জীবনে শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাণী ও স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচার করেননি বরং তিনি অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন (*যোহন ৯: ১-৪১*), পাপী মহিলাকে পাপের ক্ষমা দান করেলেন, বোবাকে কথা বলার শক্তি ফিরিয়ে দিলেন (*মথি ১২:২২*), নুলো লোকটিকে সুস্থ করলেন (*মথি ১২:৯-১৪*), নুয়ে-পড়া স্ত্রীলোকটিকে সুস্থ করে তুলেন (*লুক ১৩:১০-১৭*), মৃত লাজারকে জীবন দান করলেন (*যোহন ১১ অধ্যায়*) রুটি ও মাছের অলৌকিক পরিমাণ বৃদ্ধি করে মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করলেন (*মথি ১৪:১৩-২১*), প্রকৃতির উপর আধিপত্য অর্থাৎ ধমক দিয়ে ঝড়কে শান্ত করেছেন (*মথি ৮:২৩-২৭*)।

দীক্ষাগুরু যোহন প্রভুর আসার পথ প্রস্তুত করার আহ্বান করে মানুষকে মন পরিবর্তনের আবেদন জানান। তিনি সকলকে বলছেন, "তোমরা মন ফেরাও; স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই! (*মথি ৩:২*)।" আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু হচ্ছেন জগৎ জ্যোতি। তিনি এই অন্ধকারময় পৃথিবীতে আলো হয়ে এলেন যাতে জগৎ আলোকতি হয়। যিশু তাঁর প্রচার জীবন শুরুর পূর্বে ১২ জন শিষ্যকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর বাণী প্রচার কজে সাহায্য করতে ও পাপী মানুষদের আলোর পথে নিয়ে আসতে। প্রেতিরশিষ্যগণ ঐশবাণীর আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাদের জীবন-যাপন করত। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আমরা ঐশ বাণীর বিপরীত পথে হাঁটছি। ঐশবাণী আমাদের কাছে কি প্রকাশ করে তা না শুনে বরং মন্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যিশু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের কাছে একটি আহ্বান রেখেছিলেন তারা যেন প্রত্যেকে জগতের আলো ও লবণ হয়ে ওঠে (*মথি ৫:১৩-১৬*)। সেই একই আহ্বান বর্তমান সময়ে আমাদের কাছে করা হচ্ছে। আমরা যেন আমাদের জীবন-যাপনের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের আলো সবার কাছে বিলিয়ে দিতে পারি। "আমি পথ, আমি সত্য, আমি জীবন! আমাকে পথ ক'রে না গেলে কেউ পিতার কছে যেতে পারে না (*যোহন ১৪:৬*)।" যোহনের মঙ্গলসমাচার সুস্পষ্টভাবে আমাদের বলতে চান যে, অনন্ত জীবনে পথ ও আমাদের পরিত্রাণ যিশুর মধ্যদিয়ে। আর যিশুর শিষ্য হিসেবে তিনি আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন আমরাও যাতে আমাদের আশে-পাশের সকলকে পরিত্রাণের পথে নিয়ে যেতে পারি ঐশবাণী প্রচারের মধ্যদিয়ে।

আমাদের মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট সত্যিকার অর্থেই জীবনের আলো ছিলেন, তিনি এমনই এক আলো যার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষমা পেয়ে পরিত্রাণ লাভ করি। তিনি আমাদের এতো ভালবেসেছিলেন যে তিনি আমাদের পাপের জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এমন কি ক্রুশের উপর নিজের প্রাণ পযর্ন্ত বিসর্জন দিলেন। আর আমরা সেই আলোকে নিজের জীবনে গ্রহণ করতে ইচ্ছাপোষণ করি না। আমরা হয়ে যাচ্ছি ক্রুশের উপরে বা পাশে থাকা চোরের মত যিনি যিশুখ্রিস্টকে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু সত্যিকারে আলোকে সেই ডান পাশে থাকা চোরটি ঠিকই চিনতে পেরেছিল এবং সে পেয়েছিল অনন্ত পুরস্কার স্বর্গরাজ্যের অধিকার। উত্তরে যিশু বললেন: "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে (*লুক ২৩:৪৩*)।" যিশুকে সত্যিকার অর্থেই চিনতে পেরেছিল অন্ধ বার্তিমেয়, যে কিনা পথের ধারে বসে ভিক্ষা করত। বুঝতে পেরেছিল যিশু সত্যিকারের আলো তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারবেন। আর সে যখন শুনতে পেল যে যিশু এই পথ ধরে যাচ্ছে তখন তিনি জোরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন দাউদ-সন্তান যিশু আমাকে দয়া করুন (*মার্ক ১০: ৪৮-৫০*)। অনেকেই যিশুকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু আমরা বর্তমান সময়ে তাঁকে চিনতে পারছিনা। আমরা তাদের মত চিৎকার করে বলতে পারছিনা, দাউদ-সন্তান যিশু আমাকে দয়া করুন, আমাকে আপনার শিষ্য করুন, আমাকে আলোর পথে নিয়ে যান। কেন বলতে পারছিনা এই প্রশ্ন আমাদের নিজেদের করেতে হবে।

সময়ের সাথে সাথে যুগের পরিবর্তন হচ্ছে। আজ আমাদের হাতে হাতে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও অন্যান্য ইলেকট্রিক ডিভাইস, কিন্তু বাইবেল হাতে নেবার সময়টুকু নেই। আমরা সন্ধ্যার সময় প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ না করে টেলিভিশনে নাটক, সিরিয়াল দেখা নিয়ে ব্যস্ত। কয়েক দশক আগেও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতাগণ বাইবেল থেকে বিভিন্ন উপমা কাহিনী পাঠ করে শোনাতো, কিন্তু আজ এর পরিবর্তে শিশুদের হাতে দিচ্ছে মোবাইল ফোন। আমরা যদি আমাদের নিজেদের দিকে একটু ভালভাবে লক্ষ্য করি তবে আমরা বুঝতে পারবো আজ আমরা কোথায় অবস্থান করছি। আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আজ এই ভোগবাদের পৃথিবীতে আমরা কিভাবে জীবন-যাপন করছি? আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ঈশ্বরের বাণীর প্রভাব ও গুরুত্ব কতটুকু? আমাদের জীবনে কি বাণী শ্রবণের তৃষ্ণা রয়েছে? আমরা কি আলোর পথে চলতে চাই? আজ এই বাইবেল দিবসে আমরা প্রত্যেক শপথ নিতে পারি, নিজে বাইবেল পড়ব ও অন্যকে বাইবেল পড়তে অনুপ্রাণিত করব যাতে আমরা সকলে আলোর পথে চলতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০।

২. মঙ্গলবার্তা বাইবেল, নব-সন্ধি, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৩।

৩. পবিত্র বাইবেল, জুবিলী বাইবেল, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ২০০৬॥

আমার জন্য বেঁচে থাকা মানে খ্রিস্ট, মরে যাওয়া মানে একটি লাভ

আলবার্ট বকুল ক্রুশ

এ জগত সংসারের একটি চিরন্তন সত্য, জন্মগ্রহণ করলে মরতেই হবে। এ জগতে এমন কেউ নেই যে মারা যায়নি বা যাবে না। সামসঙ্গীত বলে, *"আমাদের আয়ুষ্কাল - তা তো সত্তর বছর, আশি বছর বলিষ্ঠদের জন্য"* আবার প্রজ্ঞা পুস্তকে লেখা আছে, *"সকলের মত আমিও মরণশীল মানুষ, মাটি দিয়ে গড়া সেই প্রথম প্রাণীর এক বংশধর"* ও *"জীবনে প্রবেশও এক, জীবন থেকে প্রস্থানও সমান" (প্রজ্ঞা ৬: ১,৬)* সুতরাং কোন মানুষই অনন্তকাল বেঁচে থাকে না। কিন্তু কথা হল আমাদের এই যে বেঁচে থাকা আবার মরে যাওয়া এগুলো কেন ঘটে এবং এগুলোর অর্থই বা কী? আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে বিশেষ উদ্দেশে এবং দায়িত্ব দিয়ে এ জগতে পাঠিয়েছেন যেমনটি বাইবেলে লেখা আছে, *"মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম, তুমি জন্ম নেওয়ার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে মনোনীত করে রেখেছি (যেরেমিয়া ১:৫)।"* আমরা এ জীবনে আমাদের দায়িত্ব পালন করি বা না করি, নির্দিষ্ট সময় তিনি আবার আমাদের ডেকে নেবেন। এখন প্রশ্ন হল আমাদের জন্য কোনটি উত্তম? এ জগতে থাকাটা নাকি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ জগত ছেড়ে চলে যাওয়াটা অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করা? আমরা দুই ধরণের মানুষই পাই (১) যারা মরতে চায় না, সম্ভব হলে অনন্ত কাল বেঁচে থাকতে চায়, তা যে কোন মূল্যেই হোক না কেন। (২) আবার কেউ আছে যারা হতাশা-নিরাশার মধ্যে বেঁচে থাকার অর্থ হারিয়ে চায় তাড়াতাড়ি মরতে বা এই জীবন ত্যাগ করতে। তবে তৃতীয় ধরণের মানুষও আছে যাদের সংখ্যা খুবই কম, যারা মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের কাছে জীবিত থাকা বা মৃত্যুবরণ করার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। এরা হলেন সেই পুণ্যজনেরা যাঁরা *'আত্মায় দীনহীন, শোকার্ত, কোমল প্রাণ, ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত, দয়াবান, শুদ্ধহৃদয়, শান্তির সাধক ও ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত' (মথি ৫: ৩-১০)*। এরা মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তিত বা ভীত নন কারণ তাঁরা জানেন *"স্বর্গরাজ্য তাদেরই (মথি ৫:১০)।"* সাধু পল ছিলেন এই পুণ্যজনদের মধ্যে একজন যিনি খ্রিস্টকে নিজ জীবনে পরিধান করে নিজেকে খ্রিস্টময় করে তুলেছিলেন।

আমাদের জন্য কোনটা ভাল- বেঁচে থাকা নাকি মৃত্যুবরণ করা? সাধু পল এ প্রশ্নের এমন একটি উত্তর দিয়েছেন যা

ইন্টারনেট

আমাদেরকে 'জীবন ও মৃত্যু' নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। তিনি বলেছেন *"আমার জন্য বেঁচে থাকা মানে খ্রিস্ট, মরে যাওয়া মানে একটি লাভ" (ফিলিপ্পীয় ১:২১)*। এর মধ্যদিয়ে তিনি জীবন এবং মৃত্যু দুটোকেই মহিমান্বিত করেছেন। জীবন এবং মৃত্যু কোনটাই আমাদের হাতে নেই, দুটোই ঈশ্বরের কাছে থেকে আসে, *"মঙ্গল-অমঙ্গল, জীবন-মৃত্যু, নিঃস্বতা-ঐশ্বর্য সবই প্রভু থেকেই আগত" (বেন সিরা ১১: ১৪)*। যা আমাদের মানবীয় ক্ষমতার বাইরে তা নিয়ে ভেবে আমাদের কি লাভ, *"যেহেতু একগাছি চুল সাদা কি কালো করার সাধ্যও তোমার নেই" (মথি ৫:৩৬)*। আমাদের যেটা ভাবা উচিত- ঈশ্বর প্রদত্ত এ জীবন আমি কিভাবে যাপন করব? (ক) আমি কি আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার আহ্বান ভুলে গিয়ে জগত সংসারের মায়া-মোহে, ভোগ-বিলাসিতায় জীবন কাটাব? (খ) নাকি ঈশ্বরের আহ্বান নিজের জীবনে অনুধাবন করে সেই মত ধার্মিকতার জীবন যাপন করব? যদি প্রথম পথটি অনুসরণ করি তাহলে মৃত্যু আমাদের জন্য একটি ভয়ের ও অভিশাপের কারণ হবে কারণ সেই শেষ বিচারের দিনে প্রভু তাদের বলবেন, *"আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। অপকর্মা সকল, আমা থেকে দূর হও! আর তখন সেখানে শোনা যাবে কান্না আর দাঁত ঘষাঘষি" (লুক ১৩: ২৭)*। কিন্তু আমরা যদি দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ করি তাহলে মৃত্যু আমাদের জন্য হবে একটি আনন্দের ব্যাপার, একটি লাভ কারণ, *"যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারাবে, সে তা খুঁজে পাবে" (মথি ১৬:২৫)*।

প্রাচীনকালে ইস্রায়েলীয়দের কাছে মৃত্যু ছিল "পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার" *(আদি ২৫:৮)* শামিল। মৃতদের স্থান ছিল পাতাল, আর সেখানে তারা ছায়াময় জীবন যাপন করত। কিন্তু আস্তে আস্তে এই ধারণার উদয় হল যে, যেহেতু ঈশ্বর আপন ভক্তজনদের একা ফেলে রাখতে পারেন না, সেহেতু মৃত্যুর পরে নতুন ধরনের এক জীবন থাকবেই যেখানে দুর্জনেরা শাস্তি পাবে ও ধার্মিকেরা পুরস্কার লাভ করবে, "তখন তারা সমাধি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। যারা ভাল কাজ করেছে, এইভাবে পুনরুত্থিত হয়ে তারা জীবন পাবে; যারা মন্দ কাজ করেছে, এই ভাবে পুনরুত্থিত হয়ে তারা তখন বিচারে দণ্ডিতই হবে" *(যোহন ৫:২৯)*। তাই বলা

যায় মৃত্যু হল এই পার্থিব জীবনের শেষ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনন্ত জীবনে প্রবেশ পথ। ঈশ্বর ভালবেসে মানুষকে জীবন দিয়ে থাকেন। মানুষের জন্য তাঁর ইচ্ছা এই যে, পৃথিবীতে ঐশ-পরিকল্পনা অনুসারে জীবন যাপন করে মানুষ যেন নিজের জীবনের চরম লক্ষ্য নিজেই স্থির করে। তারপর এই পার্থিব জীবনের যাত্রা যখন শেষ হয় তখন যেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে স্থান পেতে পারে। সাধু পলের ধারণায় মৃত্যু হল খ্রিস্টের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের উপায়।

সাধু পল প্রথম জীবনে ছিলেন খ্রিস্টের নির্যাতক, *"আগে আমি তাকে নিন্দা, নির্যাতন ও অপমান করতাম"* (*১ তিমথি ১:১৩*)। কিন্তু যেদিন থেকে স্বয়ং খ্রিস্ট তাঁকে আহ্বান করলেন সেদিন থেকেই তিনি হয়ে উঠলেন খ্রিস্টের সাক্ষী, *"যে কেউ প্রভুকে ভয় করে, সে সংশোধনের বাণী গ্রহণ করবে"* (*বেন সিরা ৩২:১৪*)। তিনি এমন ভাবে খ্রিস্টের সঙ্গে যুক্ত হলেন যে দৃঢ়তার সাথে বলার সাহস পেলেন, *"এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্টই জীবিত আছেন"* (*গালাতীয় ২:২০*) কারণ তিনি জানতেন কার উপর তিনি তাঁর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, *"কারণ আমি তো জানি কার উপর আমি বিশ্বাস রেখেছি"* (*২ তিমথি ১:১২*)। অর্থাৎ তিনি যে বেঁচে রয়েছেন তা খ্রিস্টেরই আশ্রয়ে। কিন্তু তবুও তিনি বলেছেন, *"মরে যাওয়াটা আমার জন্য একটা লাভ"* কিন্তু কেন এবং কিভাবে?

তিনি খ্রিস্টের সেবায় জীবন সপেছেন বলে সমস্ত কাজে বিপদে-আপদে, আনন্দ-বেদনায়, কষ্টে-নির্যাতনে, হতাশায়-নিরাশায়, বন্দী বা স্বাধীন অবস্থায়, অভাবে-বৈভবে সর্বদাই খ্রিস্টকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন- ছিলেন তারই আশ্রয়ে। কিন্তু যখন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন তখন তিনি খ্রিস্টের আশ্রয়ে নয় বরং থাকবেন তারই সাক্ষাতে, তারই সম্মুখে এবং তারই সঙ্গে রাজত্বও করবেন, *"তারা বরং ঈশ্বর ও খ্রিস্টের যাজক হবে ও তার সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবে" (প্রত্যাদেশ ২০:৬)*। অর্থাৎ তাঁর জন্য বেঁচে থাকাটা খ্রিস্টময় আবার মরে যাওয়াটাও লাভের।

"আমার জন্য বেঁচে থাকা মানে খ্রিস্ট, মরে যাওয়া মানে একটি লাভ" এই কথাটি সাধু পল বলেছেন ফিলিপ্পীয়দের কাছে তাঁর পত্রে। যখন তিনি তাদের কাছে এ পত্র প্রেরণ করেন তখন তিনি ছিলেন রোমের একটি কারাগারে বন্দি। যদিও তিনি বন্দি ছিলেন তথাপি ফিলিপ্পীয়দের প্রতি তাঁর বাণী ছিল খুবই প্রেরণাদায়ক এবং আনন্দময়। এর মধ্যদিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যে, যে কোন পরিস্থিতিতেই খ্রিস্টের প্রশংসা করতে হবে। তার এই যে বন্দী থাকা অবস্থায়ও আনন্দ প্রকাশ, যে তিনি খ্রিস্টের জন্য কষ্টভোগ করছেন, তিনি চেয়েছেন তা যেন ফিলিপ্পীয়রাও অনুসরণ করে। কোন নির্যাতনেই যেন তারা প্রভুর প্রশংসা করা থেকে বিরত না থাকে। কারণ প্রভু বলেছেন, *"লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মিথ্যি সব ধরণের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর"*(*মথি ৫:১১-১২*)। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তার এই যে নির্যাতন তার শাশ্বত কোন লক্ষ-উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তা মঙ্গলসমাচারের অগ্রগতির পক্ষেই দাঁড়িয়েছে। পলের ইচ্ছা ছিল যে, কোন অবস্থাতেই তিনি লজ্জিত হবেন না কিন্তু খ্রিস্টকে তিনি সব অবস্থাতেই সম্মানিত করবেন। আর এটাই সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর মন্ত্র হওয়া উচিত, খ্রিস্টকে সব অবস্থাতেই মহিমান্বিত করা- তা আমরা জীবিত থাকি বা মৃত থাকি।

খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই, যারা সাধু পলের মত খ্রিস্টের দেখানো পথ অনুসরণ করেছেন তারাও মৃত্যুকে ভয় পাননি বা মৃত্যুবরণ করতে কোন দ্বিধা করেননি। সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল তার 'ভক্তি সাধনা' গ্রন্থে লিখেছেন, "সকল প্রকার সাধুসাধ্বীদের দৃষ্টান্ত চিন্তা কর: ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং তার প্রতি তাদের ভক্তি প্রদর্শন করতে তারা কী না করেছেন? সংকল্পে অটল এইসব শহীদদের কথা ভেবে দেখ; সেগুলি পালন করার জন্য কী তীব্র যন্ত্রণাই না তারা সহ্য করেছেন? সর্বোপরি, পবিত্রতায় লিলি ফুলের থেকেও শুভ্র, দানশীলতায় লাল গোলাপের থেকেও রক্তিম সেইসব ফুটে ওঠা সুন্দরী নারীদের কথা চিন্তা কর, যারা কেউ বারো বছর বয়সে, কেউ বা তের, পনেরো, কুড়ি এবং পঁচিশ বছর বয়সেই কেবলমাত্র বিশ্বাস নয় ভক্তি রূপায়নের কাজেও সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করে বরং শহীদের হাজার রকম দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কেউ কুমারীত্ব বিসর্জন না দিয়ে, কেউ বা পীড়িতদের সেবা, দুঃখীজনকে সান্ত্বনা ও মৃতকে করব দেওয়া এইসব কাজ না ছেড়ে বরং তারা মৃত্যুকেই বরণ করেছেন।" এর বিনিময়ে তারা পেয়েছেন অনন্ত জীবন, এ পার্থিব জীবন সেই জীবনের কাছে কিছুই নয়।

আমরা কেন মৃত্যুকে ভয় পাই? কেন সাধু পলের মত নির্ভার থাকতে পারি না? কারণ সাধু পল এ জগতে বেঁচে ছিলেন খ্রিস্টের জন্য আর আমরা বেঁচে থাকি আমাদের জন্য। যখনই আমরা নিজের জন্য বাঁচি তখনই আমরা জগতের মায়াজালে আটকে যাই, নিজেকে নিয়ে, নিজের আরাম আয়েস, ভোগ-বিলাসিতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। মৃত্যুর পর আমাদের কি হবে তা ভুলে যাই। আমাদের মধ্যে খুব সহজেই নিম্নতর স্বভাব রাজত্ব করে। কিন্তু আমরা যখন আমাদের আমিত্ব থেকে বেরিয়ে আসি তখনই আমরা বুঝতে পারি যে এ জগতে থাকাটা আমাদের জন্য একটা সুযোগ আর সেই সুযোগ কাজে লাগালে মৃত্যু আমাদের জন্য কোন ভয় হয়ে আসবে না কারণ তখন সাধু পলের মত আমরাও জানব যে, মৃত্যুর পর আমাদের জন্য আরও ভাল কিছুই অপেক্ষা করছে। আমাদের উচিত এমন ভাবে জীবন যাপন করা যেন আমাদের বেঁচে থাকাটা হয় প্রভুর জন্য আবার মরে যাওয়াটাও হয় প্রভুর জন্য (*রোমীয় ১৪:৭-৯*)। আমরা যদি প্রভুর দেখানো পথে চলি তাহলে সাধু পলের মত সর্বদা প্রভুর আশ্রয়ে থাকব একই সাথে মৃত্যুর পর লাভ করতে পারব অনন্ত জীবন, যে জীবন এই জাগতিক জীবনের চেয়ে অনেক মহান।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

১. পবিত্র বাইবেল, জুবিলী বাইবেল। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০৬।
২. সাল, সাধু ফ্রান্সিস দ্য: ভক্তি সাধনা, অনুবাদ. সুনীলকুমার ঘোষ। জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০৮॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

পবিত্র বাইবেল: জীবন পথের আলো

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

পবিত্র বাইবেল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র বাইবেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবন পথে চলতে ও পরিচালিত করতে বাইবেল হচ্ছে পবিত্র বিধান ও নীতি নির্ধারক। পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের জীবন্ত বাণী। "ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়। তাঁর বাণী দুধারী তলোয়ারের ধারের থেকেও তীক্ষ্ণ। এটা প্রাণ ও আত্মার গভীর সংযোগস্থল এবং সন্ধি ও অস্থির কেন্দ্র ভেদ করে মনের চিন্তা ও ভাবনা বিচার করে *(হিব্রু ৪:১২)*।" ঈশ্বরের বাণী শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন। "আমার মুখ নিঃসৃত বাণী নিজেকে বাস্তবায়িত না করে ফিরে আসে না। আমি যা করতে চাই আমার বাণী তাই করে। আমি যা করতে পাঠাই আমার কথা সফল ভাবে তাই করে ফিরে আসে *(ইসাইয়া ৫৫:১১)*।" পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বাণী ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার লিখিত ধর্মগ্রন্থ। খ্রিস্টবিশ্বাসের মূলমন্ত্র।

পবিত্র বাইবেল: জীবন পথের আলো

পবিত্র বাইবেল! জীবন পথের আলো, মানবজাতি ও মুক্তির ইতিহাস। পবিত্র বাইবেল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বাণী বিশ্বাসের উপহার, যা ঈশ্বর ভালোবেসে বিনামূল্যে আমাদের দিয়েছেন। "বিশ্বাস আসে বাণী শ্রবণের মধ্যদিয়ে *(রোমীয় ১০:১৭)*।" বাণী পাঠ ও শ্রবণ করা খ্রিস্টবিশ্বাসীর পবিত্র দায়িত্ব। সাধু যেরোম বলেন; "শাস্ত্র সমন্ধে অজ্ঞতা মানে খ্রিস্ট সমন্ধে অজ্ঞতা।" পবিত্র বাণীর পূর্ণতা তখনই ঘটে যখন তা আমরা বিশ্বাস সহকারে পাঠ ও শ্রবণ করি এবং বিশ্বাসকে কর্মে পরিণত করি। আমাদের কর্মের মধ্যেই বিশ্বাসের প্রকাশ। কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত *(যাকোব ২:১৪-১৮)*। বিশ্বাস ও কর্ম পরস্পর পরিপূরক। পবিত্র বাইবেল আমাদের জীবন পথের আলো হয়ে পথ দেখায়;

ক) পবিত্র বাইবেল হল অনুগ্রহ (Holy Bible is the Grace): আদিতে যে বাণী ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন *(যোহন ১:১)*; সে-ই বাণীই কালের পূর্ণতা মানুষ হয়ে জগতে প্রবেশ করলেন *(যোহন ১:১৪)* ও তাঁর মধ্যদিয়েই আমরা পেয়েছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ *(যোহন ১:১৬)*। যিশুই দেহধারী বাণী, অভিষিক্তজন। তিনি দীন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার ও অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করেছেন *(লুক ৪:১৮-১৯)*। যিশুখ্রিস্টই সমস্ত ঐশীবাণীর (বাইবেল) পূর্ণতা। 'প্রাচীনকালে ঈশ্বর কথা বলেছেন প্রবক্তাদের মধ্যদিয়ে, আর এখন তিনি কথা বলেন আপন পুত্রেরই মুখ দিয়ে *(হিব্রু ১:১)*।' পুত্রযিশু জগতে ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহ। তিনিই সত্য ও সত্যের পূর্ণতা (He is the Truth and fulfillment of the Truth)। "ঈশ্বর যাকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কথাই বলেন। ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছেন। পিতা তাঁর পুত্রকে ভালোবাসেন, আর তিনি তাঁর হাতেই সবকিছু সঁপে দিয়েছেন। যে কেউ পুত্রের ওপর বিশ্বাস করে সে অন্তত জীবনের অধিকারী হয় *(যোহন ৩:৩৪-৩৫ক)*।" সাধু পল ও বার্নাবাস বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাণী প্রচার করতে লাগলেন। "তারা প্রভুর অনুগ্রহের কথা প্রচার করতেন; আর প্রভুও তাঁদের মাধ্যমে নানা অলৌকিক কাজ করে প্রচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেন *(শিষ্যচরিত ১৪:৩)*।" পবিত্র বাইবেল আমাদের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ, যা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ও ফলপ্রসূতা নিয়ে আসে।

খ) প্রভুর বাণী অনুপ্রাণিত করে (The Word of God inspired): পবিত্র বাণী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। পবিত্র বাইবেল পবিত্র আত্মার প্রেরণায়, অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা হয়েছে। "সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর দিয়েছেন এবং অনুযোগ, সংশোধন ও ন্যায়পরায়ণ জীবন যাপনের জন্য প্রতিটি বাক্যই সঠিক নির্দেশ দিতে পারে *(২ তিমথি ৩:১৬)*।" শাস্ত্রের কোন বাণীই বক্তার নিজের ব্যাখার ফল নয়। ভাববাণী কখনোই মানুষের ইচ্ছাক্রমে আসেনি, কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ভাববাদীরা ঈশ্বরের কথা বলেছেন *(২ পিতর ১:২০-২১)*। এই বাণী অনুপ্রাণিত ও প্রাণময় জীবনদায়ী বাণী। এই বাণী লেখা হয়েছে যাতে করে আমরা বিশ্বাস করতে পারি ও দেহধারী বাণীকে প্রভু বলে স্বীকার করি ও অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি *(যোহন ২০:৩১)*। তিনি ঈশ্বরপুত্র, সকল প্রেরণায় উৎস।

গ) বাইবেল জীবনের আলো (Bible is the light of Life): পবিত্র বাইবেল হল জীবনের আলো, যা সবাইকে আলোকিত করে। এই বাণী ছাড়া আমাদের জীবন অন্ধকার। "প্রভু, তোমার বাক্য আমার পথ নির্দেশের প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো *(সাম. ১১৯:১০৫)*।" ঈশ্বরের বাণীই আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃত্যুছায়া থেকে রক্ষা করে *(সাম. ২৩:৪)* জীবনের পথে পরিচালিত করে। ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করেছেন *(আদি.১:৩)* ও যিশু জগতে মঙ্গল আলো হয়ে সবার ভালো করতে এসেছেন। "আমিই জগতের আলো। যে কেউ আমার অনুসারী হয় সে কখনও অন্ধকারে থাকবে না; কিন্তু সেই আলো পাবে যা জীবন দেয় *(যোহন ৮:১১)*।" প্রভুই আমাদের আলো ও পরিত্রাণ। আমাদের নেই কোন ভয় *(সাম. ২৭:১)*। আর এজন্যই প্রভু যিশু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমি বিজাতীয়দের কাছে তোমাদের আলোস্বরূপ করেছি, যাতে জগতে সকলের কাছে পরিত্রাণের পথ দেখাতে পারি *(শিষ্য. ১৩:৪৭)*। আর যিশু নিজেই বলেছেন, "তোমরা জগতের আলো *(মথি ৫:১৪)*।" মঙ্গলবাণীতে বিশ্বাসী হয়ে যিশুর আলোয় আলোকিত হয়ে আলোর মানুষ হওয়াই আমাদের আহ্বান ও সাধনা।

ঘ) বাণী পরিচালিত করে (The Word leads): বাণী আমাদের আলোকিত শক্তিশালী করে জীবন পথে চলতে সহায়তা করে। প্রভু, তোমার আজ্ঞাসমূহ আমাকে শিক্ষা দাও, সেগুলো মানবো ও পালন করব। প্রভু, তোমার আজ্ঞাসমূহের পথে আমায় পরিচালিত কর। জীবনের সেই পথ সত্যিই আমি ভালোবাসি *(সাম. ১১৯:৩৩-৩৫)*। শাস্ত্রবাণীতে পরিচালিত হয়ে জীবন যাপনই খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনের লক্ষ্য। যিশুর বাণী আমাদের প্রতি নির্দেশ ও আদেশ; "তোমরা সমস্ত জগতে যাও, সমগ্র সৃষ্টির কাছ ঘোষণা কর সুসমাচার *(মার্ক ১৬:১৫)*।" যিশুর এই নির্দেশ বাণীতে প্রেরিত শিষ্যগণ মঙ্গলবাণী প্রচারে বেরিয়ে পড়েছেন। আজও মণ্ডলী বাণীতে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়ে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করছে।

ঙ) বাণী চিরস্থায়ী (The Word is Everlasting): ঈশ্বর আদি ও অন্ত। তিনিই বাণী। যিশু দেহধারী বাণী। তিনি চিরন্তন। তাঁর নেই কোন সূচনা। "যিশুই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত *(কলসীয় ১:১৫)*।" তিনি যুগে যুগে চিরকাল বিরাজমান। যিশুও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; "আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি *(মথি ২৮:২০খ)*।" বাণী জীবন্ত সক্রিয় ও প্রাণময়। আমাদের সবকিছু দেখতে পায়। আমাদের সকল কাজের উৎস, প্রেরণা ও শক্তি। যিশু বাণী (বাইবেল) দেহধারী বাণী (খ্রিস্টপ্রসাদ) হয়ে আমাদের মধ্যে ও কাছে আছেন ও থাকবেন। "আকাশ ও সমগ্র পৃথিবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী বিলুপ্ত হবে না *(মথি ২৪:৩৫)*।" তিনি (বাণী) চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এই সত্যকে প্রেরিত শিষ্যগণ বুঝতে পেরেছেন ও সকলের হয়ে পিতর উত্তর দিয়েছেন; "প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছেই তো অনন্ত জীবনের বাণী আছে *(যোহন ৬:৬৮)*।"

পবিত্র বাইবেল; আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, বিশ্বাসের আমানত। পবিত্র বাইবেলের মধ্যদিয়েই মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তিনি মানব ইতিহাস ও জীবনে নিত্য প্রবাহমান। "পিতা তাঁর পুত্রকে ভালোবাসেন, আর তিনি তাঁর হাতেই সব কিছু সঁপে দিয়েছেন *(যোহন ৩:৩৫)*।" আর এই সত্য যিশুতে নিহিত, তাঁকে (বাণী) বিশ্বাস করেই জীবন চলে। "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, কেউ যদি আমার বাণী অনুসারে চলে, সে কখনও মরবে না *(যোহন ৮:৫১)*।" পুত্র যিশুতেই পিতা ঈশ্বরের প্রকাশ ও বিশ্বাসীর জীবন। "আমি জানি যে তাঁর আদেশ থেকেই অনন্ত জীবন আসে। আমি সেই সকল কথা বলি যা পিতা আমাকে বলেছেন *(যোহন ১২:৫০)*।" পবিত্র বাইবেলই আমাদের কাছে ঈশ্বরের (পিতা+পুত্র+পবিত্র আত্মা) ভালোবাসার প্রকাশ ও মুক্তি ঘোষণা করে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে প্রতিদিন বাইবেল পাঠ, শ্রবণ, ধ্যান করে বাণীর আলোকে করাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাণীর আলোতে পরিচালিত হয়ে প্রভুতে আনন্দে জীবন যাপন করি। "সবসময় প্রভুতে আনন্দ কর, আমি আবার বলছি আনন্দ কর *(ফিলিপ্পীয় ৪:৪)*।"

খ্রিস্টের অদম্য বাণীদূত সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার

নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি

জগত পরিত্রাতা প্রভু যিশুখ্রিস্টের মঙ্গলবাণী প্রচারের উদ্দেশে মিশনারীগণ নানা দেশের নানা অঞ্চলে প্রেরিত হন। ঠিক তেমনি সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার যিশু সংঘের একজন সদস্য, সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু ইগ্নাসিয়াস লয়োলা কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হন বাণী প্রচারের জন্য। ভারতবর্ষে তার নিরলস বাণী প্রচারের মাধ্যমে তিনি হাজার হাজার মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তার বাণী প্রচারের কঠোর সাধনা ও পবিত্র জীবনের জন্য তাকে সাধু ও মিশন দেশের প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ভারতবর্ষ তাকে "বাণীদূত" হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। স্পেন দেশের নাভার রাজ্যের জেভিয়ার পরিবার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসেবে পরিচিত ছিল। কারণ এই পরিবারের ব্যক্তিগণ নাভার রাজ্যের রাজার প্রতিনিধিত্ব করেন। এই জেভিয়ার পরিবারেই সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের জন্ম। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল স্পেনের নাভার রাজ্যের জেভিয়ার এলাকায় জেভিয়ার দূর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জেভিয়ার দূর্গে জন্মগ্রহণ করেন বলে এলাকার নাম অনুসারে ফ্রান্সিস নামের সাথে তার পদবী জেভিয়ার রাখা হয়। তার পিতা যোহন ছিলেন নাভার রাজ্যের রাজার প্রতিনিধি এবং মা মারীয়া ছিলেন সেই দূর্গের নেত্রী ও সংসারের গৃহকর্ত্রী। যোহন ও মারীয়ার ঘর আলোকিত করে এসেছিল পাঁচটি সন্তান, যার মধ্যে দু'জন মেয়ে মাগদালেনা ও আন্না এবং তিনজন ছেলে মাইকেল, যোহন এবং ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিসের বয়স যখন মাত্র ৯ বছর তখন তার পিতা ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর মারা যান। এর পর থেকে জেভিয়ার পরিবার বিভিন্ন সমস্যা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করে।

ছোটবেলা থেকেই ফ্রান্সিসের বেশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। তিনি তার মায়ের কাছ থেকে সব সময় ভাল শিক্ষাই পেয়েছেন। পড়াশুনায় তিনি বরাবরই প্রথম হতেন। তার বয়স যখন মাত্র ১৯ বছর তখন স্পেন দেশের এই সম্ভ্রান্ত ছেলেটি উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য পড়াশুনা করতে ফ্রান্সের প্যারিসে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। সে সময় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল শ্রেষ্ঠ। নানা দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে আসতেন পড়াশুনা করতে। ফ্রান্সিস মন দিয়ে পড়াশুনা করে, ভালভাবে পাশ করে একজন বড় অধ্যাপক হবেন এই ছিল তার আশা। তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর প্যারিসের সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে শুরু করেন। প্যারিস নগরীর চাকচিক্যময় ও বিলাসবহুল জীবনযাপন যুবক ফ্রান্সিসকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। তাই তিনি মনে মনে কলেজের অধ্যাপনাকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে দৃঢ়ভাবে বেছে নেন। কারণ কলেজের অধ্যাপকগণ জাঁকজমকভাবে জীবনযাপন করতেন। ফ্রান্সিস ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রের কোর্স আরম্ভ করেন। এর পর ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিএ ডিগ্রি লাভ করেন, ঐ বছরেই তার মা মারীয়া মৃত্যুবরণ করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে পিটার ফাবেরের সাথে লাইসেন্সিয়েট ডিগ্রি লাভ করার পর আর্চ-মাষ্টার ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ বছরের ১ অক্টোবর ফ্রান্সিস প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষা দান শুরু করেন।

ফ্রান্সিস অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন যার কারণে তার অহংকারও মানুষের চোখে পড়ত। মেধাবী হওয়ার কারণে অচিরেই তার অনেক বন্ধু জুটে গিয়েছিল, যারা তাকে জাগতিকতার প্রলোভনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই জাগতিকতার আকর্ষণ থেকে রক্ষা করেন লয়োলার সাধু ইগ্নাসিয়াস;

যিনি ফ্রান্সিসের সাথে একই রুমে থাকতেন। ইগ্নাসিয়াস ফ্রান্সিসকে বারবার বলতেন, "ফ্রান্সিস, মানুষ যদি সমস্ত জগত লাভ করেও নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে, তাহলে তাতে কীইবা লাভ? হয় আমাদের ঈশ্বরের ডাক শুনতে হবে না হয় জগতের ডাক শুনতে হবে।" এই কথা শোনা ও ইগ্নাসিয়াসের মধুর আচরণের কারণে ফ্রান্সিস অধ্যাপক হবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যাজক হয়ে ঈশ্বরের মানুষ হওয়ার পরিকল্পনা করেন। যুবক ফ্রান্সিস ইগ্নাসিয়াসের অনুপ্রেরণায় ঈশ্বরের সেবায় আত্মনিবেদন করার জন্য মনস্থির করেন। ইগ্নাসিয়াস ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গান্নোয়ন পর্বদিনে পিয়েরে ফাবের (Pierre Favre), লেইনজ্ (Lainez) সালমেরন (Salmeron) রড্রিক (Rodrique), বোবাডিলা (Bobadilla) ও ফ্রান্সিসকে নিয়ে 'যিশু সংঘ' (Society of Jesus) নামে সংঘটি গড়ে তোলেন এবং তারা দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্যের ব্রত গ্রহণ করেন।

১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন ফ্রান্সিস অন্যান্যদের সাথে যাজক পদে অভিষিক্ত হন। যাজক ফ্রান্সিস তার প্রচার জীবন শুরু করেন ইতালিতে। যেখানে তিনি ভেনিস শহরের একটি হাসপাতালে রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। সেখানে তিনি হাসপাতালের মেঝ পরিষ্কার করতেন, ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতেন। হাসপাতালের রোগীদেরকে ঈশ্বর সম্বন্ধে, পাপ ও পরকাল সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। এর পর তিনি রোম শহর ও পরে বলোনিয়ার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ধারে লোকদের ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যাজক ফ্রান্সিসের উদ্দেশ্য ছিল দূরদেশে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করবেন। তাই যখন তার কাছে সেই উদ্দেশ্য পূরণের কথা ব্যক্ত করা হলো তিনি তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ইগ্নাসিয়াস ফ্রান্সিসকে মিশনদেশে প্রেরণের জন্য প্রস্তাব দেন। পর্তুগালের রাজা ৩য় জন ফ্রান্সিসকে বাণীপ্রচারের জন্য মনোনীত করলেন। ফ্রান্সিস ইগ্নাসিয়াসের কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করলেন। যাজক ফ্রান্সিস ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তিনি নৌকায় যাত্রা করার সময় তার সাথে একটি প্রাহরিক প্রার্থনার বই, একটি ধর্মশিক্ষা বই এবং একটি ল্যাটিন খ্রিস্টযাগের বই নিলেন। তিনি পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে বাণী প্রচারে আসেন। পোপের বিশেষ চিঠি তিনি ভারতে নিয়ে আসেন। যাত্রাকালে প্রকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া, নিম্নমানের খাবারের জন্য যাত্রীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। যাজক ফ্রান্সিস বিচলিত না হয়ে ঈশ্বরের একজন সত্যিকারের সেবক হিসেবে তার সেবাকাজ তিনি আরম্ভ করলেন। যাত্রাপথে আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল মোজাম্বিক ও সকোত্রো দ্বীপে তাদের নৌকা ভিড়ে। সেখানে তিনি তার সেবাকাজ করেন।

অবশেষে অনেক ঝড়-ঝঞ্জা ও বিপদ-বাঁধা পেরিয়ে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে পূর্ব ভারতের কেন্দ্রস্থল গোয়া প্রদেশে অবতরণ করেন। তিনি তার বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শহরের হাসপাতালে। সাধারণত সবচেয়ে মারাত্মক রোগীর পাশে তিনি তার মাদুর পাততেন, রাত্রিবেলার সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। দিনের বেলায় কঠোর পরিশ্রমের প্রেরিত দূত, পথে-ঘাটে, শহরের বাজারে পায়ে হেঁটে ঘুরতেন। হাতের ছোট ঘন্টা দিয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য তিনি ছোট ছেলে-মেয়েদের ও খ্রিস্টভক্তদের ডাকতেন। তার প্রিয় পালকীয় কাজ ছিল অসুস্থ ও কারাবন্দিদের দেখাশোনা করা এবং বিশেষ করে 'সাধু লাজার' নামক কুষ্ঠশ্রমের তার 'পরম বন্ধু' কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে সময় কাটানো। এজন্য সবাই তাকে "ভাল ফাদার" বলে ডাকতো। তিনি সেখানে পাপস্বীকার শ্রবণ করে এবং প্রার্থনা শিক্ষা দিতেন। তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে গানের মাধ্যমেও ধর্মশিক্ষা দিতেন। আর ছেলে-মেয়েরা সেই প্রার্থনাগুলো বাড়িতে বাড়িতে গানের মাধ্যমে তাদের বাবা মাকে শোনাতো।

একসময় যাজক ফ্রান্সিস জেভিয়ার গোয়া প্রদেশ থেকে মালাবার উপকূলে গিয়ে বাণীপ্রচার করতে লাগলেন। পূর্বে সেখানে ফাদার মিগেল ভাজ দ্বারা নব-দীক্ষিত খ্রিস্টভক্তগণ ছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তারা ধর্ম চর্চা না করার ফলে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্থানীয় শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে তামিল ভাষায় প্রধান প্রধান প্রার্থনাগুলো অনুবাদ করে কিশোর-কিশোরীদের ধর্মশিক্ষা দিয়ে দীক্ষাস্নাত করতেন। ফ্রান্সিস জেভিয়ার ত্রিবাঙ্কুরে বাণীপ্রচারের অনুমতি লাভ করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। একমাসে তিনি সেখানে প্রায় দশ হাজার স্থানীয় ভারতীয়দের দীক্ষিত করেন। তিনি সেখানে সমুদ্র উপকূলে কয়েকটি ক্ষুদ্র উপাসনালয় নির্মাণ করেন। যাজক ফ্রান্সিস বাদাজেস নামক দুর্ধর্ষ দুস্যর হাত থেকে ঐ অঞ্চলের মানুষদের রক্ষা করার প্রতিদানে স্থানীয় রাজ্যপালের কাছ থেকে ধর্মপ্রচার ও দীক্ষাস্নাত করার সম্পূর্ণ অধিকার পান। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সাথে মালাকায় আনজিরো নামক এক জাপানীর সাক্ষাৎ ঘটে। এই আনজিরো ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে তার দু'জন সঙ্গীসহ দীর্ঘ প্রস্তুতির পর গোয়া'র ক্যাথিড্রালে বিশপের হাতে দীক্ষাস্নাত হন। আনজিরো নাম রাখলেন 'দে সান্তা ফে' (পুণ্য বিশ্বাসের ফল), তার ভাই নাম রাখলেন যোহন এবং তার সেবক নাম রাখলেন আন্তনী। ফ্রান্সিস জেভিয়ার ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে জাপানে গিয়ে দু'বছর অতিবাহিত করলেন। সেখানে স্থানীয় ভাষা, রীতি-নীতি, পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে জাপানীদের মন জয় করতে বেশ সময় লেগে গেল। তিনি একজন শিক্ষিত জাপানীর সহযোগিতায় তার 'ধর্মশিক্ষা' বই জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি সেখানে খুব ধীর গতিতে মানুষকে দীক্ষাস্নাত করতে পেরেছিলেন।

অদম্য বাণীদূত ফ্রান্সিস ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পর্তুগীজ নাবিকদের সাথে বুংগো ও জাপান ত্যাগ করে চীনের 'সানচান' দ্বীপে পৌছান। সেখানে পৌছে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিরলস প্রচার কাজ করার ফলে তিনি শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে যান। তার শরীরের জ্বর ক্রমাগত বাড়তে থাকলে জ্বর কমানোর জন্য তার শরীর থেকে রক্ত বের করা হলেও তাতে কোন ধরনের উন্নতি হলো না। অবশেষে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ফাদার ফ্রান্সিস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। আন্তনী নামে একজন সাহায্যকারী তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি অসুস্থ ফ্রান্সিসের মুখ থেকে প্রায়ই শুনতে পেতেন, "দাউদ সন্তান যিশু, আমার প্রতি দয়া কর।" ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর ফ্রান্সিস জেভিয়ারের কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে গেল। এসময় ক্রুশমূর্তির দিকে তাকিয়ে তার চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে লাগলো। অতপর ৩ ডিসেম্বর ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ফ্রান্সিস জেভিয়ার মারা যান। সানচান দ্বীপের উত্তর তীরে পাহাড়ের ঢালুতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে তার মৃতদেহ এনে ভারতের গোয়া মহাধর্মপ্রদেশের 'বম জেসুস' নামক গির্জায় রাখা হয়। আজো হাজার হাজার মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে তার পুণ্যদেহ দর্শনে আসেন।

পোপ পঞ্চম পিউস ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর ফ্রান্সিস জেভিয়ারকে ধন্য শ্রেণীভুক্ত করেন এবং পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরী ১৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ লয়োলার ইগ্নাসিয়াসের সাথে ফ্রান্সিস জেভিয়ারকেও সাধু শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্ট সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারকে 'প্রাচ্য দেশের প্রতিপালক' হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই সাথে তাকে 'বিশ্বাস বিস্তারের প্রতিপালক ও সমস্ত প্রেরণকাজের প্রতিপালক' হিসেবেও ঘোষণা করা হয়। সাধু ফ্রান্সিস প্রাচ্য দেশে মাত্র ১০ বছর ছিলেন এবং এই দশ বছরে তিনি পঁচাত্তর হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাণী প্রচার করেছেন। তিনি মানুষকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকটি পুস্তক ও চিঠি লিখেন। তার লেখা চিঠির সংখ্যা হল ১৩২টি এবং নির্দেশনা ৫টি। তার পুস্তকগুলো হলো "খ্রীষ্টিয় ধর্মসার" (মে, ১৫৪২), "বিশ্বাসমন্ত্রের উপরে ব্যাখ্যা" (আগস্ট, ১৫৪৬), "ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার এবং নিজের আত্মাকে পরিত্রাণ করার জন্য প্রতিদিনকার পালনীয় নিয়ম-কানুন" (জুলাই, ১৫৪৮), "বিজাতীয়দের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা" (গোয়া, ১৫৪৮)। যিশু খ্রিস্টের অদম্য বাণীদূত সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। সে কারণে ঈশ্বর তাকে মহিমান্বিত করলেন। দশ বছর ধরে তিনি প্রাচ্য দেশে ঈশ্বরের বাণী বহন করেছেন। তার এই মহৎ ত্যাগস্বীকারের জন্য আজ এই এশিয়া মহাদেশে মিশনারী কাজের অগ্রগতি হয়েছে। তিনি একজন মহান সাধু যিনি মৃত্যুর পরও ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজও আশ্চর্য কাজ করে যাচ্ছেন।

তথ্যসূত্র:

১। রোজারিও, ফাদার আলবাট টমাস: সাধু-সাধ্বীদের জীবনকথা, মহাধর্মপ্রদেশীয় ন্যায় ও শান্তি কমিশন, ঢাকা, ২০১৫।

২। জি. আগষ্টিন ও এন্টন সুব্রত মণ্ডল: খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস, সাধু যোসেফ প্রেস, কৃষ্ণনগর, ১৯৮৯।

৩। গারেল্লো, সিলভানো ফাদার: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার এশিয়া মহাদেশের নির্ভীক মিশনারী, জেভিয়ার প্রকাশনী, ২০০৫॥

খ্রিস্টবিশ্বাস পরিপন্থী ওয়ানগালা

ফাদার পিটার রেমা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন স্থানে কিছু সংখ্যক মান্দিরা খ্রিস্টবিশ্বাসী হয়েও অখ্রিস্টবিশ্বাসী প্রাচীন সাংসারিকদের মতো কিছু জাগতিক সুবিধালিপ্সু ব্যক্তিদের প্রভাবে, মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস পরিপন্থী পৌত্তলিক পন্থায় যথেচ্ছভাবে ওয়ানগালা পালন করছে। ঐভাবে ওয়ানগালা পালন করতে গিয়ে তারা খ্রিস্টবিশ্বাস ও নৈতিকতার বিরোধী পাপই করছে; জাতির ধর্মিষ্ঠ সুন্দর লক্ষ্যকে বিনষ্ট করছে; অনেক সরলপ্রাণ খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে কুদৃষ্টান্তে বিপথগামী করছে এবং নিজেদেরকে খ্রিস্টের শত্রুতে পরিণত করছে। তাছাড়া ওয়ানগালার পুনর্জীবিতকারী মান্দি লিটারজি সাব-কমিশন ও কাথলিক মণ্ডলীর ঐতিহাসিক মূল লক্ষ্য -উদ্দেশ্য ও খ্রিস্টবিশ্বাসের গুরুত্বকে শ্রদ্ধা না করে, যারা ওয়ানগালা পালন করছে, তারা এই ওয়ানগালা পুনরুদ্ধারকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রহণযোগ্য অবমাননাকর অন্যায় আচরণ করছে। খ্রিস্ট প্রভূ বলেছেন, "যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকেই দাও (মথি ২২:২১)।" খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে এই সত্যকে জানা একান্ত আশ্যক যে, এবিশ্ব সৃষ্টির এমাত্র প্রভূ ও পরিত্রাতা হ'লেন স্বয়ং খ্রিস্ট প্রভূ। এটি কোন মনগড়া কাল্পনিক তত্ত্ব ও তথ্য নয় (২ পিতর ১:২০-২১)। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতিনৈবেদ্য একমাত্র খ্রিস্টযিশুর মধ্যদিয়ে পিতা ঈশ্বরেরই প্রাপ্য।এটাকে মাথায় রেখেই ঈশ্বরের নির্ধারিত পথে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের চলতে হয়। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আচরণ ও পাপ কর্ম থেকে দূরে থাকতে হয়। প্রভূ যিশু যেমন ইহুদিদের বলেছেন," আমি যদি না আসতাম, যা বলবার, তা যদি ওদের নাই বলতাম, তাহলে ওদের অবশ্য পাপ থাকত না (যোহন ১৫:২২)।"

যারা খ্রিস্টবিশ্বাসের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিপরীতে নিছক জাগতিক স্বার্থহাসিলের জন্য ওয়ানগালা করছে, তাদের এই ওয়ানগালা সম্পূর্ণ মন্দ ও পাপ দুষ্ট। তাদের এই ওয়ানগালা উদ্‌যাপন মান্দি জাতির কৃষ্টি উন্নয়নের কোন সহায়কও নয়, বরং উল্টো পথে মান্দি জাতিকে পরিচালিত করে খামখেয়ালিপনা ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করানো হচ্ছে, যা একান্তই ঘৃণার্হ ও দুঃখজনক। মানুষের জীবনের গতির অভিমুখ লক্ষ্য হ'ল ক্রমাগত উচ্চতর ও উন্নততর পর্যায়ে উর্ধ্বগামী হওয়া। এটাই বিশ্ব মানবজাতি ও সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের মূল পরিকল্পনা। এজন্যই পরমেশ্বর মানুষের মনোজগতকে ক্রমাগত আলোকিত করে যাচ্ছেন বিভিন্নভাবে। যারফলে এক কালে যে মানুষ বন্য বিবস্ত্র অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা থেকে বস্ত্র পরিধান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। তারপর ক্রমাগত উন্নততর ও উচ্চতর জীবনের পর্যায়ের দিকে মানব জাতি ধাবিত হচ্ছে। শিক্ষিত মানুষের অবশ্য নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য হ'ল, বুদ্ধি মানোচিত-দায়িত্বশীল নৈতিক মূল্যবোধে মানব সমাজকে প্রতিষ্ঠা করার সেবায় আত্ম নিয়োগ করা। যারা এই নৈতিক দায়িত্বশীল মূল্যবোধের ধার ধাওে না, তারা তাদের বিদ্যাশিক্ষার মূল্যসহ নিজেদের ভাবমূর্তিকে নস্যাৎ করছে। অতএব এতোসব জানার পরেও কেউ যদি আগের মতো অখ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রথায় ওয়ানগালা উদ্‌যাপন করে, সে নিজের সমাজকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচার। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা মানেই নিজেরই জন্য অভিশাপ ডেকে আনা। পরমেশ্বর তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহ্য করেন না।তাই প্রাচীন কালে তাঁকে বাদ দিয়ে ইস্রায়েলীগণ যখন দেব-দেবী পূজা করতে শুরু করল, তখনই তাদের অধঃপতন ও শাস্তি হয়েছে। দুহাজার বছর পূর্বে, ইহুদি নেতৃবৃন্দ নির্দোষ যিশুকে রাজনৈতিক বিদ্রোহের দোষ চাপিয়ে দিয়ে অন্যায় ভাবে, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাতে প্যালেষ্টাইনের রোমান সাম্রাজ্যের গভর্ণর পিলাতকে বাধ্য করেছিল। পিলাত যিশুর এই অন্যায় মৃত্যুদণ্ডে দায়ী থ াকতে চাননি। তাই তিনি একঘটি জল আনিয়ে নিজের হাত ধূয়ে ইহুদি নেতাদের বললেন, "এই লোকটির রক্তপাতের ব্যাপারে আমার কিন্তু কোন দায়িত্ব রইলো না (মথি ২৭:২৪)"। তখন ইহুদি নেতাগণ উত্তরে বললেন, "ওর রক্তপাতের জন্য আমরা ও আমাদের সন্তানেরাই দায়ী রইলাম (মথি২৭:২৫)। ইহুদি নেতারা এই কথা বলার সময় নিশ্চয়ই এর পরিণতির কথা ভাবেন নি। কিন্তু পরে, তাঁরা যা বলেছেন, তার পরিণতি অবশ্যই তাঁদের ভোগ করতে হয়েছে। যিশুখ্রিস্টের মৃত্যুর পর,সত্তর খ্রিস্টাব্দে ইহুদিরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, রোমানরা বেঁচে যাওয়া অল্পসংখ্যক ফরিসিগণ ছাড়া সকল সাদুকি, কুমরান ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বিদ্রোহিদেরকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিল এবং তাদের মন্দিরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ধ্বংস করে ফেলল। বাকী ইহুদিদের অধিকাংশকে দেশ ছাড়া করে দিল। অতএব খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে নিজের প্রভূ খ্রিস্টের ও পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক। যারা স্বজ্ঞানে খ্রিস্টবিশ্বাসের বিরোধিতা করে, তারা স্বয়ং পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে পাপ করে; পবিত্রাত্মার বিরুদ্ধে যারা পাপ করে, যিশু নিজেই বলেছেন, সেই পাপের কখনো ক্ষমা নেই (মথি ১২:৩১;মার্ক,৩:২৮-৩০;লুক ১২:১০)।ইংরেজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে: "Know thy self" অর্থাৎ সব কিছুর আগে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ো। তাই যারা খ্রিস্টবিশ্বাস ও খ্রিস্টীয় নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিকৃত ধর্মাচরণে লিপ্ত রয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তারা যেন খ্রিস্টবিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থি যে-কোন বিকৃত ধর্মাচরণ থেকে বিরত থাকেন। (সমাপ্ত)

মনিপুরীপাড়া খ্রিস্টান সমাজের, তেজগাঁও, ঢাকা-এর সৌজন্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ...

অগ্নিবীণা সম্মাননা পেলেন

ড.আগষ্টিন ক্রুজ

গত ২রা জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে আন্তর্জাতিক নজরুল সংস্থা অগ্নিবীণা (ভারত) সম্মাননায় ভূষিত বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, আধ্যাত্মিক কবি ড. আগষ্টিন ক্রুজ।

বিজ্ঞ/৩৬১/২২

চড়াখোলা কিশোর ছাত্র সংঘ এর
গৌরবময় ৫০ বছর
সুবর্ণ জয়ন্তী

ঘোষণা

চড়াখোলা কিশোর ছাত্র সংঘের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক শুভেচ্ছা নিবেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৫-২৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ২ (দুইদিন) ব্যাপি আমাদের প্রাণের সংগঠন চড়াখোলা কিশোর ছাত্র সংঘ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে,

গৌরবময় "৫০ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী"

চড়াখোলা কিশোর ছাত্র সংঘ ১৯৭২-এ শুরু হয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আমাদের সকলের প্রাণের সংগঠন এর গৌরবময় "৫০ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী" উপলক্ষে আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের এই আয়োজন সাফল্যমন্ডিত হয়ে উঠবে।

দুইদিন ব্যাপি এ অনবদ্য আয়োজনে মুখরিত থাকবে দেশের নেতৃত্ব স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ, অতিথি ও দর্শকদের পদচারণায়। এ মহতী আয়োজন বাস্তবায়নে আপনাদের সহৃদয় সহযোগিতা আমাদের অগ্রযাত্রার পাথেয় হয়ে থাকবে।

আয়োজনেঃ চড়াখোলা কিশোর ছাত্র সংঘ
চড়াখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিঃদ্রঃ ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।
স্থানঃ ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় (চড়াখোলা প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণ)।

বিজ্ঞ/৩৫৯/২২

ESTD.1967

তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গ্রামঃ তুইতাল, পোষ্ট অফিস : দাউদপুর, জেলাঃ ঢাকা, বাংলাদেশ
রেজি নং ০১, তারিখঃ ২০/০৬/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, সংশোধিত রেজি নংঃ ৬৫, তারিখঃ ১৭/১১/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদেরকে জানাই সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ২২ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ বোর্ড সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, আগামী ২৭/ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিট হতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে নিম্নে বর্ণিত আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমিতি নিবন্ধিত উপ-আইন অনুযায়ী উক্ত নির্বাচনে সকল সদস্যদের সরাসরি ভোটে ০১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ০১ (এক) জন সেক্রেটারি, ০১ (এক) জন ম্যানেজার, ০১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ ও ০৪ (চার) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ সর্বমোট ০৯ (নয়) জন নির্বাচিত হবেন। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে ও নির্বাচনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

খ্রীষ্টফার গমেজ
চেয়ারম্যান
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অঞ্জলী মারীয়া দেছা
সেক্রেটারি
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৩৫৬/২২

ছোট্ট মেয়েটির কি সাহস!

ফাদার আবেল বি রোজারিও

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মিনা অসুস্থ, মা তাকে নিয়ে হাসপাতালে আছে। প্রায় ২ সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে, তবুও মিনা সুস্থ হচ্ছে না। মা খুবই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ ঠিকমত খাওয়াচ্ছে এবং অনেক প্রার্থনাও করছে। একদিন এক মুসলমান মহিলা মিনুর মাকে বললেন, "বোন, আমাদের হুজুরের ফুঁ দেওয়া পানি অনেক উপকারী। বেশ কয়েকজন রোগী এই পানি খেয়ে উপকৃত হয়েছে। আপনি এই পানিটুকু আপনার মেয়েকে খাওয়ান, আশা করি উপকার পাবেন।" মা ঐ মহিলাকে কিছু বলতে পারলোনা, পানিটুকু গ্রহণ করলেন। মিনু দূর থেকে সবই দেখলো ও শুনলো। মা যখন ঐ পানি নিয়ে মেয়ে মিনুর কাছে আসলো, মিনু বলে উঠলেন, "মা, আমি ঐ হুজুরের পানি খাবো না, আমি গির্জার পবিত্র পানি খাবো, আমি লুর্দের পানি খাবো, তবুও হুজুরের পানি খাবো না।" মিনুর মা অবাক হলেন, মনে মনে খুশীও হলেন। মার যে সাহস হলো না, মেয়ের সেই সাহস হলো। সোনামনিরা, আমি প্রার্থনা ও আশা করি মিনুর মত তোমরাও যেন সৎ সাহস দেখাতে পারো॥

ইন্টারনেট

প্রেমিক তুমি

সংগ্রামী মানব

প্রেমিক তুমি, বন্ধু তুমি
স্বর্গধামের রূপকার,
তোমারই সহিত যুগে যুগে
রয়েছি মোরা অনির্বান।
খ্রিস্ট তুমি, বন্ধু তুমি
সদা-সর্বদা জাগ্রত,
নিজ বসনে সাঁজিয়েছ
হাজারো মানবের হৃদয়।
দুঃখী মোরা আদম সন্তান,
অকৃতজ্ঞতাই যেন প্রধান সোপান
আঁকড়ে ধরেছে হাজারো মানবের প্রাণ।
ওহে পুণ্যবান, জীবন স্বামী
খুঁজে ফিরি সত্য পথে,
থাকবো তোমারই সাথে
যদি রাখ হাত মোদের হাতে।

ফেইসবুক

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

তুমি কি জানো,
অনেক বছর পরে দেখা হলো
তোমার সাথে
ফেইসবুকের মাধ্যমে।
মনে হলো হারানো ধন ফিরে
পেলাম আবার
আগের মতন করে।
কত যুগের কত বছরের হারানো প্রিয়জন
ফিরে পেলাম আবার পাশে।
ফেইসবুকের মাধ্যমে।
তোমায় ভুলে ছিলাম অনেক যুগ
মনে হয়েছিলো হবে না দেখা আর
কোন দিন ক্ষণস্থায়ী জীবনে।
দু'জনকে করেছে আবার এক
কেটেছে হারিয়ে যাবার ভয়
ফিরিয়ে এনেছে তোমায় যে
আমার হৃদয়ে
সে এই ফেইসবুক।
তুমি থাকবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে
শয়নে স্বপনে আমার হৃদয়ে
জীবনে মরণে॥

NOTRE DAME UNIVERSITY BANGLADESH
CAREER OPPORTUNITY

Notre Dame University Bangladesh seeks a Director of Human Resources.

The candidate must have an MA, MBA, or related degree in addition to extensive experience in Human Resources management within institutions that provide or include education. Must have served in an executive position.

Responsibilities include planning, coordinating, and oversight of employee affairs as well as the general promotion of the mission of the university.

Interested persons with proper qualifications are invited to apply by sending a CV and other documents to: Registrar, Notre Dame University Bangladesh, 2/A Arambagh, Motijheel, G.P.O. Box-7, Dhaka-1000

The last date for application is December 9, 2022. Only shortlisted candidates will be called for an interview.

বিজ্ঞ/৩৫৮/২২

মায়ের স্বর্গরাজ্যে গমনের ৭ম বছর

পৃথিবীতে যার প্রেম ভরা মন
তার ভাল কাজ করোগো স্মরণ

সময়ের নিষ্ঠুর গতি-বিধিতে ফিরে এলো বেদনা ভরা ১০ ডিসেম্বর। মা, তুমি ৭ বছর পূর্বে আমাদের ছেড়ে তোমার আকাঙ্ক্ষিত বাড়ি সেই স্বর্গরাজ্যে চলে গেছো পরম পিতার একান্ত আশ্রয়ে।

মাগো, বিগত ৭টি বছর তোমার উপস্থিতির ভালবাসাময় শূন্যতা অনুভব করে যাচ্ছি। তোমার ত্যাগ ও কষ্টময় জীবনের অসংখ্য স্মৃতি, অনুপ্রেরণা, মায়া-মমতা আমাদের হৃদয়ে অমলিন এবং তা স্মরণে আজও কাঁদায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি স্বর্গে পিতার নিকট রয়েছ। আমাদের আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন তোমার আদর্শে ভাল থাকি এবং একদিন পরকালে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি।

আমাদের প্রিয় মা, মৃত্যুর পূর্বে ৫ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। মায়ের কষ্টময় শেষ জীবনে যারা সেবা, শারীরিক শ্রম, সান্ত্বনা, সাহচর্য, সাহায্য-সহযোগিতা এবং প্রার্থনা করেছেন, আপনাদের কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদান্তে,
ফাদার হ্যামলেট বটলেরু সিএসসি।

পরিচিতি
প্রয়াত খ্রীষ্টিনা বটলেরু
জন্ম : ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
স্বামী : প্রয়াত যোসেফ বটলেরু
গ্রাম ও ধর্মপল্লী : শুলপুর, মুন্সিগঞ্জ।

বিজ্ঞ/৩৬০/২২

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে পবিত্র শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালা

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "স্থানীয় মণ্ডলীর সহযাত্রা: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্ব"- এই মূলসুরের উপর ২৫ নভেম্বর রোজ শুক্রবার ঢাকার আর্চবিশপস হাউজে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের শিশু এনিমেটরদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শুরুতেই ছিল নিবন্ধন ও সকালের নাস্তা। এরপর পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর কর্মশালার প্রধান বক্তা ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা মূলসুরের উপর উপস্থাপনা রাখেন। এরপর এনিমেটরদের ৬টি দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ করানো হয়। দলীয় কাজের প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর ছিল টিফিন বিরতি। পরে নতুন দায়িতপ্রাপ্ত জাতীয় পিএমএস পরিচালক ফাদার শ্যানেল পিটার গমেজকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। একই সাথে ফাদার শ্যানেল তার শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্যদিয়ে তার অনুভূতি সহভাগিতা করেন। এরপর সিস্টার ঝুমা নাফাক এসএসএমআই এনিমেটদের গুণাবলীর উপর সহভাগিতা করেন। এরপর বাইবেল কুইজ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে ফাদার মিল্টন ও ফাদার শ্যানেল পুরস্কার প্রদান করেন। পরে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে উপহার প্রদান করা হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, সাথে ছিলেন ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা, ফাদার সেন্টু কস্তা এবং ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মণ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার শিশুদের গঠন বিষয়ে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া'র ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে অর্ধদিবস ব্যাপী শিশুমঙ্গল এনিমেটর কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে। কর্মশালায় ৭৫ জন এনিমেটর, ১০ জন সিস্টার এবং ৬ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব, ওয়ানগালা ও নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন, জিরানী

দীপক পিয়াস হালদার ১৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার যিশু কর্মী কেন্দ্র কাথলিক চার্চ জিরানীতে প্রথমবারের মত বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও কৃষ্টি অনুসারে সম্মিলিতভাবে খ্রিস্টরাজার পর্ব তথা ওয়ানগালা- নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ১০টায় মান্দী কৃষ্টি অনুসারে ওয়ানগালার মধ্যদিয়ে দিনের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এরপর পালাক্রমে উরাঁও, সান্তাল কৃষ্টি অনুসারে নাচ-গান দিয়ে নবান্ন উৎসব সমবেত ভাবে খ্রিস্টরাজার পর্ব শুরু হয়। কেন্দ্রে গোল চত্বর থেকে শোভাযাত্রার সাথে নাচ, গান দিয়ে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয় এবং উপাসনা শুরু হয়। এতে পৌরহিত্য করেন ফাদার জন পাওলো পিমে এবং সাথে ছিলেন ফাদার পাওলো বাল্লান পিমে। উপাসনায় প্রায় ৩২০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল: পর্বীয় উপাসনা, আহার এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যুবদের কীর্তন গান॥

ফাদার আবেল বি রোজারিও এর ৮৫তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

মিল্টন রোজারিও ১১ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার ফাদার আবেল বালিস্টিন রোজারিও'র ৮৫তম জন্ম বার্ষিকী বেশ জাঁকজমকভাবে তেজগাঁও মাদার তেরেজা ভবন হলে উদ্‌যাপন করা হয়। বিকেল ৫:৩০ মিনিটে এই আনন্দমুখর উৎসবটির আয়োজন করে তেজগাঁও চার্চ কয়্যার। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি ও অন্যান্য ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফাদার আবেল বি. রোজারিও তার যাজকীয় জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা সকলের সাথে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ নভেম্বর মেঘুলা মালিকান্দা, সুতারপাড়ায় সিকদার (নানা) বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর প্রয়াত আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রয়াত থিওডোর মজুমদার, ফ্রান্সিস গমেজ (ছিমা) এবং আমি যাজক পদে অভিষিক্ত হই। দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহের বালুচরা মিশনে ছিলেন। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে এবং ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা সেমিনারীতে তিনি তার যাজকীয় সেবা কাজ করেছেন॥

(বাম পাশে) আর্চবিশপ বিজয়, এমপি ঝর্ণা, ফাদার আবেল, কার্ডিনাল প্যাট্রিক, বিশপ থিয়োটনিয়াস

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তজার্তিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত: সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ
০১	প্রোগ্রাম অফিসার	১টি	যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। প্রোগ্রাম পরিকল্পনা, পরিচালনা, আয়োজন মনিটরিং ও সুপার ভিশন এ দক্ষ হতে হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০২	সহকারি প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী শাখা)	১টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৩	ইনচার্জ (মাধ্যমিক শাখা)	১টি	যে কোন বিষয়ে সম্মান সহ স্নাতকোত্তর এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৪	অফিস সহকারি	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী হতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET Ges DATA ENTRY কাজ জানতে হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবকের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৫	বি, পি, এড (শরীর চর্চা) শিক্ষক	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক এবং বিপিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা ঃ কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে।
০৬	আইসিটি শিক্ষক	১টি	স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৩ বছর আইসিটি কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
০৭	ক্রেডিট সুপারভাইজার	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হতে হবে। অভিজ্ঞতা: মাঠেরকাজ, ডাটা এন্ট্রি ও এ দল গঠন কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারন করা হবে।
৪. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজনে এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।

(আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় **আগামী ১৫ জানুয়ারি - ২০২৩** এর মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ
বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিজ্ঞ/৩৫৭/২২

সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

৩২, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:

১. অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণি গুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
২. খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি আবশ্যক এবং বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র।
৩. জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (যদি থাকে)।
৪. সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

পরীক্ষা পদ্ধতি:

ভর্তি পরীক্ষায় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা হবে। প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে, যথা:

ক. প্রথম ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার এবং রবিবার।
খ. দ্বিতীয় ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার।
গ. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার।

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করুন যে, বিগত বছর (২০২২) থেকে এ বিদ্যালয়টি চারটি বিষয়ের উপর (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে আসছে। এ বছরও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে থাকা ও খাওয়া বাবদ মাসে ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা। প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক স্কুল বেতন ১ম বর্ষ: ১০০.০০ (একশত) টাকা; ২য় বর্ষ: ১১০.০০ (একশত দশ) টাকা; ৩য় বর্ষ: ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা। প্রতি পরীক্ষার ফি: ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা)। তাছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের এখানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজেও অংশ নিতে হয় বিধায় পরিশ্রম করার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছরের প্রশিক্ষণ পাবে, যা ভর্তির পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেকশন নির্বাচন/নির্ধারণ করা হবে।

বাৎসরিক ভর্তি ফি:

প্রথম বছরের জন্য - ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য - ১,৫০০.০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা।
সিকিউরিটি মানি (সবার জন্য) - ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা।

যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং হোস্টেলে থাকবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে কত তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে পরবর্তীতে জানানো হবে। যে সকল ব্যবহার্য জিনিসপত্র অবশ্যই সাথে নিয়ে আসতে হবে:

১. মশারিসহ বিছানাপত্র, ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।
২. ভর্তির জন্য ৬,১০০.০০ (ছয় হাজার একশত) টাকা। *[জানুয়ারি মাসের বেতন ১০০.০০ (একশত) টাকা; জানুয়ারি মাসের হোস্টেল ফি ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা; ভর্তি ফি ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা; সিকিউরিটি মানি ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা।]*
৩. ক্লাশের জন্য বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর: অফিস: +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯; ব্রাদার যোগেশ কর্মকার সি.এস.সি: +৮৮০১৭৩-২৪৬৬৬৩৩; ব্রাদার রকি গোছাল সিএসসি: +৮৮০১৭৭-৯৪৭৪৬৬২ এবং +৮৮০১৬২-৫০৭৯৫০২।

ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

ব্রাদার যোগেশ কর্মকার সিএসসি
অধ্যক্ষ
মোবাইল: +৮৮০১৭৩-২৪৬৬৬৩৩

বিজ্ঞ/৩৫৪/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-44
❖বর্ষ ৮২❖ সংখ্যা - ৪৪
Regd. No. DA-33
❖ 4 - 10 December, 2022, ১৯ - ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্মৃতিতে অম্লান

মেথিল্ডা শিশিলিয়া গমেজ

১৯৫৮-২০২২

পরম করুণাময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে গত ২৫ অক্টোবর ভোর ৬:৪৪ মিনিটে আমাদের সকলের ভালবাসার মেথিল্ডা শিশিলিয়া গমেজ অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। তিনি স্বর্গীয় মাইকেল গমেজ ও স্বর্গীয়া ইমেল্ডা গমেজের প্রথম সন্তান ও ছোট গোল্লার আদির বাড়ীর বার্নার্ড ঈগ্নেসিউস গমেজের স্ত্রী। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনী রোগজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন এবং স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মানুষকে ভালবাসার এক অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারিণী এই মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন দুই পুত্র সন্তানের জননী। তিনি বটমলি হোম গার্লস হাই স্কুল থেকে এসএসসি ও হলি ক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেছেন। পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজে পড়াশোনা করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন ভীষণ সংস্কৃতিমনা। বাণীদীপ্তির প্রথম অ্যালবামের সংগীতশিল্পীদের একজন ছিলেন তিনি। তাঁর সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাঁকে তাঁর প্রিয়জনদের কাছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। দয়াময় ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা, আমরা যেন তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারি।

ঈশ্বর তাঁকে চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষ থেকে-

স্বামী: বার্নার্ড ঈগ্নেসিউস গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ: জুলিয়াস ভ্যালেন্টাইন গমেজ ও মেরি খ্রিস্টিনা গমেজ
রিচার্ড মাইকেল গমেজ ও ক্যাথরিন পি গমেজ
আদরের নাতি: বার্নার্ড আর্য গমেজ
বোন: অলিম্পিয়া মেরি গমেজ ও মনিকা মার্গারেট গমেজ
ভাই: পিটার মার্ক গমেজ
ও তাদের পরিবারবর্গ।

বিজ্ঞ/৩৫৩/২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org